إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ

পাক্ষিক আহ্‌মদী

THE AHMADI

Fortnightly

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রকৃত মুক্তিপ্রাপ্ত কে ?
সে-ই, যে বিশ্বাস করে যে,
আল্লাহ্ সত্য এবং মোহাম্মদ (সাঃ)
তাঁহার এবং তাঁহার সৃষ্ট জীবের মধ্যে
যোজক স্থানীয় এবং আকাশের নিম্নে
তাঁহার সমমর্যাদা বিশিষ্ট আর কোন
রসূল নাই এবং কুরআনের সমতুল্য
আর কোন গ্রন্থ নাই ।

-হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ)

নব পর্যায়ে ৫৪শ বর্ষ ।। ১ম সংখ্যা

১৩ই মুহার্‌রম, ১৪১৩ হিঃ ।। ৩১শে আষাঢ়, ১৩৯৯ বাংলা ।। ১৫ জুলাই ১৯৯২ইং

বার্ষিক চাঁদা ঃ বাংলাদেশ ৭২.০০ টাকা ।। ভারত ২ পাউণ্ড ।। অন্যান্য দেশে ১৫ পাউণ্ড ।।

সূচীপত্র

পাক্ষিক আহ্‌মদী ১ম সংখ্যা (৫৪তম বর্ষ) পৃঃ

তরজমাতুল কুরআন (সংক্ষিপ্ত তফসীর সহ)
আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'ত কর্তৃক প্রকাশিত কুরআন মজীদ থেকে ১

হাদীস শরীফ
অনুবাদ : মাওলানা সালেহ আহমদ, সদর মুরব্বী ৩

অমৃত বাণী ঃ হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)
অনুবাদক : জনাব নাজির আহমদ ভূঁইয়া ৫

আমাদের নীতি ইহাই যে, তোমরা সমগ্র মানবজাতির প্রতি সহানুভূতিশীল হও
হযরত মসীহ ও মাহ্‌দী (আঃ) ৮

কবিতা ঃ শানে আহ্‌মদ আরাবী (সাঃ)
অনুবাদ : জনাব আনোয়ার আলী ৯

জুমু'আর খুৎবা
হযরত আমীরুল মোমেনীন খলীফাতুল মসীহ সানী (রাঃ) ১০

সত্যের বিরোধিতা ও তার পরিণাম
আলহাজ্জ আহমদ সেলবর্ষী ২৬

আমার বয়াত গ্রহণ
জনাব আবুল কাসেম ৩২

পাক্ষিক আহ্‌মদীর ৫৪ বছর
জনাব এ, টি, চৌধুরী ৩৩

হাদীসুল মাহ্‌দী
আল্লামা জিল্লুর রহমান (রহঃ) ৩৪

সংবাদ ৩৮

সম্পাদকীয় ৩৯

"আহমদীয়া জামাত ও জুমুআর মাঝে একটা গভীর সম্পর্ক রয়েছে। 'জুমুআ' প্রতিষ্ঠার ওপর আমাদের সামগ্রিক উন্নতি ও অগ্রগতি নির্ভরশীল। নিজেরা জুমুআর নামাযে উপস্থিত হোন আর সন্তান-সন্ততিদেরকে সাথে নিয়ে আসুন। আমি জোর দিয়ে বলছি, আপনারা যুগ-খলীফার খুৎবা শুনুন আর তদ্বারা উপকৃত হোন।"—(হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ) এর ৩১-১২-৯২ তারিখের খোৎবা থেকে)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ　نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ　وَعَلٰى عَبْدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْدِ

পাক্ষিক

আহ্‌মদী

নব পর্যায়ে ৪৬তম বর্ষ : ১ম সংখ্যা

১৫ই জুলাই, ১৯৯২ইং : ১৫ই ওয়াফা, ১৩৭১ হিঃ শামসী : ৩১শে আষাঢ়, ১৩৯৯ বঙ্গাব্দ

কুরআন মজীদ

সূরা আল্ বাকারা—২

২৩০। এইরূপ তালাক দুইবার (ঘোষিত) হইতে পারে, অতঃপর, (স্ত্রীকে) ন্যায়-সংগতভাবে রাখিতে হইবে অথবা সদয়ভাবে বিদায় (২৮০) দিতে হইবে। এবং তোমাদের জন্য উহা হইতে কিছু (ফেরৎ) গ্রহণ করা বৈধ হইবে না যাহা তোমরা তাহাদিগকে দিয়াছ, (২৮১) কেবল সেইক্ষেত্র ব্যতিরেকে যখন তাহারা উভয়ে আশংকা করে যে, তাহারা আল্লাহ্‌র সীমাসমূহ রক্ষা করিতে পারিবে না।-অতঃপর তোমরা যদি আশংকা কর যে, তাহারা (স্বামী ও স্ত্রী) দুইজন আল্লাহ্‌র সীমাসমূহ রক্ষা করিতে পারিবে না তাহা হইলে কোন পক্ষেরই পাপ হইবে না যদি স্ত্রী মুক্তিপণ (২৮২) হিসাবে কিছু দিয়া দেয়। এইগুলি আল্লাহ্‌র সীমা, সুতরাং তোমরা উহা লংঘন করিও না, এবং যাহারা আল্লাহ্‌র সীমাসমূহ লংঘন করে প্রকৃতপক্ষে তাহারাই যালেম।

২৮০। এই আয়াতে তালাকের (বিবাহ-বিচ্ছেদ) পঞ্চম বাধাটি বর্ণিত হইয়াছে। যে ব্যক্তি বিবাহ-বিচ্ছেদ কামনা করে, তাহাকে তিনবার পৃথক পৃথকভাবে তিন মাসে 'তালাকের' ঘোষণা প্রকাশ করিতে হইবে। প্রত্যেকটি তালাকের ঘোষণা ভিন্ন ভিন্ন সময়ে, স্ত্রীর ঋতু-মুক্তির সময়ে সহবাস না করা অবস্থায় উচ্চারিত হইতে হইবে। একই সময়ে পরপর তিনবার বা দুইবার 'তালাক' উচ্চারণ অনুমোদনযোগ্য নয়। "মাররাতান" (দুইবার) শব্দ দ্বারা ইহাই বুঝায় যে, দুইটি ভিন্ন সময়ে ইহা ঘটিতে হইবে। একই সময়ে দুইবার ঘটিতে পারে না। হযরত রসূলে করীম (সাঃ) একই সময়ে বহুবার 'তালাক' উচ্চারণকে, 'এক তালাক' বলিয়া গণ্য করিতেন (তিরমিযী ও দাউদ)। নিসাঈ হইতে বর্ণিত আছে যে, একবার আঁ-হযরত (সাঃ)-কে বলা হইল যে, এক ব্যক্তি একই নিঃশ্বাসে তিনবার 'তালাক' উচ্চারণ করিয়াছে। তিনি ইহাতে অত্যন্ত ক্ষোভ প্রকাশ করিয়া বলিলেন, "কী! আমি তোমাদের মধ্যে থাকাবস্থায়ই তোমরা আল্লাহ্‌র গ্রন্থ (কুরআনকে) খেলার বস্তু

বানাইবে?" প্রথম দুইবারের তালাকের ক্ষেত্রে, মধ্যবর্তী সময়ের মধ্যে স্বামী স্বীয় স্ত্রীকে, স্ত্রীর সম্মতি-অসম্মতি ব্যতিরেকেই পুনঃ গ্রহণ করিতে পারে। কিন্তু অপেক্ষার মেয়াদ অতিক্রান্ত হইয়া গেলে, কেবল স্ত্রীর অনুমতি নিয়া পুনর্বিবাহের মাধ্যমে তাহাকে পুনঃগ্রহণ করা যাইতে পারে। কিন্তু তৃতীয় বার তালাক ঘোষণার পর, স্বামীর আর কোন সুযোগ বা অধিকার থাকে না এবং পুরাপুরি বিচ্ছেদ ঘটিয়া যায়। এক সাহাবী একদিন রসূল করীম (সাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করিলেন, কুরআন তো মাত্র দুইটি তালাকের উল্লেখ করিয়াছে, তৃতীয়টি কোথা হইতে আসিল? উত্তরে রসূল করীম (সাঃ) এই আয়াতে "অথবা সদয়ভাবে বিদায় দিতে হইবে" বাক্যটির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন। ইহার তাৎপর্য এই যে, প্রথম দুইবার তালাকের পরও স্বামী স্ত্রীকে রাখিতে পারিত কিংবা সম্মতি নিয়া তাহাকে পুনর্বিবাহ করিতে পারিত। কিন্তু সে যদি স্থায়ী বিচ্ছেদ ও অখণ্ডনীয় তালাকই চায়, তাহা হইলে স্ত্রীকে দাম্পত্য বন্ধন হইতে পুরাপুরি মুক্তি দিতে হইবে। এই কথাই 'সদয়ভাবে বিদায় দিতে হইবে' বাক্যটিতে বলা হইয়াছে যাহার অর্থ হইল তৃতীয়বার তালাক উচ্চারণ করিয়া মুক্তি দাও (জরীর ও মুসনাদ) পরবর্তী আয়াতে ইহা আরও পরিষ্কার হইয়া উঠিয়াছে। অতএব, এখানে "তসরীহ্" শব্দের দ্বারা 'তালাক' বুঝাইয়াছে।

২৮১। যখন কোন ব্যক্তি স্ত্রীকে তালাক দেয়, তখন সে তাহার প্রদত্ত দেন মোহর ও অন্যান্য বস্তু যাহা স্ত্রীকে দিয়াছিল, এই সব হইতে সে বঞ্চিত হয়। তালাক দানের পূর্ব পর্যন্ত সে যদি দেন মোহরের অর্থ পরিশোধ করিয়া না থাকে, তাহা হইলে 'তালাক' কার্যকরী করার পূর্বেই তাহা পরিশোধ করিতে হইবে। তাহা ছাড়া দাম্পত্য জীবনে যাহা কিছু সে স্ত্রীকে দান করিয়াছে, তাহা ফেরৎ লইবার অধিকার স্বামীর থাকে না।

২৮২। তবে, যে ক্ষেত্রে স্ত্রী নিজেই স্বামী হইতে বিচ্ছিন্ন ও মুক্ত হইতে চায়, যাহাকে ইসলামী পরিভাষায় 'খোলা' বলা হয়, সেইক্ষেত্রে স্ত্রী তাহা 'কাযী' বা বিচারকের মাধ্যমে লাভ করিতে পারে। "উভয়ে আশঙ্কা করে" কথাদ্বারা ন্যায়-অন্যায়ের আশঙ্কা বুঝায় এবং কাযীর মাধ্যমে ন্যায় প্রতিষ্ঠিত হওয়া এই ক্ষেত্রে প্রয়োজন। এরূপ ক্ষেত্রে স্ত্রীকে সম্পূর্ণভাবে কিংবা আংশিকভাবে, তাহার মোহরানার টাকা ও স্বামীর প্রদত্ত অন্যান্য জিনিসপত্র ছাড়িয়া দিতে হয়, তাহা সমঝোতার মাধ্যমেই হউক অথবা কাযীর ফয়সালার মাধ্যমেই হউক। কায়েস বিন সাবিতের স্ত্রী জামিলার ঘটনা 'খোলার' একটা প্রকৃষ্ট উদাহরণ। স্বামী কায়েসের উগ্র স্বভাবের কারণে জামিলা, 'খোলার' আবেদন জানাইলেন।

হাদিস শরীফ

তেলাওয়াতে কুরআন

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা : মাওলানা সালেহ আহমদ
সদর মুরব্বী

কুরআন ঃ

اقم الصلوة لدلوك الشمس الى غسق اليل و قران الفجر ان قران الفجر كان مشهودا (بنى اسرائيل : ٧٩)

অর্থাৎ : তুমি সূর্য হেলিয়া যাওয়ার পর হইতে রাত্রির ঘোর অন্ধকার পর্যন্ত নামায কায়েম কর এবং প্রভাতে কুরআন পাঠ কর, প্রভাতে কুরআন পাঠ (আল্লাহর নিকট) নিশ্চয় গ্রহণীয়। (বনী ইসরাঈল : ৭৯)

হাদীস ঃ

عن ابى سعيد ن الخدرى انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرج فيكم قوم يقرؤن القران لا يجاوز حناجرهم (بخارى)

হযরত আবি সাঈদ খুদরী বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়াসাল্লাম হতে শুনেছি যে, তোমাদের মধ্যে এমন এক গোত্রের সৃষ্টি হবে যারা কুরআন পাঠ করবে কিন্তু তা তাদের হলকের (গলার) নীচে যাবে না, (অর্থাৎ হৃদয়ে কোন প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হবে না)। (বুখারী)

ব্যাখ্যা : আল্লাহতালা মানবজাতির হেদায়াতের জন্য তার শেষ শরীয়ত কুরআন হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর উপর নাযেল করেছেন। কুরআনের দাবী এই যে, ইহা সকল সমস্যার সমাধানকারী, মানুষের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কল্যাণের দিক নির্দেশনার জন্য কুরআন আবশ্যকীয়, বর্তমান জগতে অবক্ষয়ের যে স্রোত বয়ে যাচ্ছে তা থেকে পরিত্রাণ পেতে হলে কুরআনের শিক্ষার উপর আমল করা ছাড়া বিকল্প নেই।

আরবের নিকৃষ্ট সেই জাতি যারা বর্বরতা ও পথ ভ্রষ্টতার অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল কুরআন নূর ও জ্যোতিঃ হয়ে তাদের মুক্তির পথে নিয়ে এল। সেই জাতিকে আকাশের নক্ষত্র

বানিয়ে দিল, আর তাদের সমন্ধে ঘোষিত হলো بايهم اقتديتم اهتديتم তাদের মধ্যে যাকেই অনুসরণ কর না কেন হেদায়াত পেয়ে যাবে।

আজ সেই জাতি যাদের শ্রেষ্ঠ জাতি বলে রাব্বুল আলামীন ঘোষণা দিয়েছেন কেন অধঃপতিত ? কেন লাঞ্ছিত ? গভীরভাবে চিন্তা করলে জানা যাবে যে, তার একমাত্র কারণ কুরআনের শিক্ষা হতে বিমুখতা। একজন মুসলমান ও কুরআন একে অপরের সাথে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। কুরআন ব্যতিরেকে কল্যাণ লাভ সম্ভব নয়। আজ আবার ইসলামের সূর্যকে মধ্য গগণে আলো বিচ্ছুরিত করতে দেখতে হলে কুরআনকে নিজের জীবনে বাস্তবায়িত করতে হবে।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্‌তালা ফজরের সময়ে কুরআনের পাঠকে অত্যন্ত কল্যাণময় বলে ঘোষণা করেছেন। কিন্তু আজ কয়টি ঘরে কুরআনকে বিগলিত চিত্তে পাঠ করা হয় ? অল্পসংখ্যক ঘরে। হযরত রসূল করীম (সাঃ) বলেছেন, মুসলমানদের মধ্যে একটি দল এমন হবে যারা কুরআন তো পাঠ করবে কিন্তু তা গলার নীচে যাবে না অর্থাৎ কুরআনের উপর আমল থাকবে না। কুরআন হৃদয়ের উপর কোন প্রভাব বিস্তার করবে না। কারণ এই যে, কুরআনের শিক্ষা যতক্ষণ নিজেদের জীবনে বাস্তবায়িত না হয় ততক্ষণ কুরআনের পাঠ শুধু বুলি আওড়ানো ছাড়া আর কিছুই নয়। আসুন, নিজেদের জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপ কুরআনকে বাস্তবায়িত করতে প্রয়াস চালাই। কুরআনকে শ্রদ্ধা ও হেদায়াতের উৎস বলে পাঠ করি। প্রতিদিন কুরআনের তেলওয়াত করি ও তার মর্মবাণীকে বুঝি। আল্লাহ্‌তা'লা আমাদের সবাইকে কুরআনের মর্মবাণী বুঝার ও এর উপর আমল করার তৌফীক দান করুন। আমীন।

"সেই ব্যক্তিও বড়ই নির্বোধ, যে এক দুরন্ত পাপী, দুরাত্মা এবং দুরাশয় ব্যক্তির পীড়নে চিন্তিত ; কারণ সে (দুরাশয় ব্যক্তি) নিজেই ধ্বংস হইয়া যাইবে। যদবধি খোদা আকাশ ও পৃথিবীকে সৃষ্টি করিয়াছেন, তদবধি এরূপ ব্যাপার কখনও ঘটে নাই যে, আল্লাহ্‌ সাধু ব্যক্তিকে ধ্বংস ও বিনষ্ট করিয়া দিয়াছেন, এবং তাহার অস্তিত্ব বিলোপ করিয়া দিয়াছেন ; বরং তিনি তাহাদিগের সাহায্যকল্পে চিরকালই মহা নিদর্শনসমূহ প্রদর্শন করিয়াছেন। ইহা এখনও করিবেন।"

[কিশতিয়ে নূহ পুস্তকের 'আমাদের শিক্ষা' অংশের ৯৭ পৃঃ] —হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)

হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) এর

অমৃত বাণী

অনুবাদক : নাজির আহমদ ভূঁইয়া

(২৪তম সংখ্যায় প্রকাশিত অংশের পর)

দ্বিতীয় অধ্যায়

ঐ সকল লোকের বর্ণনা করিতেছি, যাহারা কোন কোন সময় সত্য স্বপ্ন দেখিয়া থাকে, বা সত্য ইলহাম লাভ করিয়া থাকে এবং খোদাতা'লার সহিত তাহাদের কিছু সম্পর্কও আছে। কিন্তু ইহা কোন বড় সম্পর্ক নহে। তাহাদের প্রবৃত্তির অস্তিত্ব জ্যোতির স্ফুলিঙ্গের দ্বারা ভস্মীভূত হইয়া বিনাশ প্রাপ্ত হয় না যদিও কিছুটা তাঁহার নিকটবর্তী হইয়া যায়।

পৃথিবীতে কোন কোন লোক এরূপও আছে, যাহারা কিছুটা পরিশ্রম করে ও পবিত্রতা অবলম্বন করে। এতদ্ব্যতীত স্বপ্ন ও কাশ্‌ফ (দিব্য-দর্শন) লাভ করার জন্য তাহাদের মধ্যে একটি প্রকৃতিগত সম্ভাবনা থাকে। তাহাদের মস্তিষ্কের গঠন এইরূপ যে, স্বপ্ন ও কাশ্‌ফের কিছুটা নমুনা তাহাদের উপর প্রকাশিত হয়। তাহারা আত্ম-শুদ্ধির জন্যও কিছুটা চেষ্টা করে। তাহাদের মধ্যে একটি বাহ্যিক পুণ্য ও সত্য শিক্ষা সৃষ্টি হয়। ইহার দরুন তাহাদের মধ্যে এক সীমাবদ্ধ গণ্ডী পর্যন্ত স্বপ্ন ও কাশ্‌ফের জ্যোতিঃ সৃষ্টি হইয়া যায়। কিন্তু তাহারা অন্ধকার হইতে মুক্ত নহে। তাহাদের কোন কোন দোয়াও মঞ্জুর হইয়া যায়। কিন্তু মহান কাজে ইহা মঞ্জুর হয় না। কেননা তাহাদের সত্য-নিষ্ঠা পরিপূর্ণ হয় না। বরং তাহাদের সত্য-নিষ্ঠা ঐ স্বচ্ছ পানির ন্যায়, যাহা উপর হইতে স্বচ্ছ পরিলক্ষিত হয়, কিন্তু ইহার নীচে গোবর ও কাদা আছে। যেহেতু তাহাদের আত্মা পূর্ণমাত্রায় পবিত্র হয় না এবং তাহাদের সত্য-নিষ্ঠা ও নির্মলতায় অনেক ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকে, সেহেতু কোন পরীক্ষার সময় তাহারা হোঁচট খায়। যদি খোদাতা'লার করুণা তাহাদের সঙ্গে থাকে এবং তাঁহার দোষত্রুটি ঢাকিয়া রাখার সাত্তারী গুণ তাহাদের পর্দাকে রক্ষা করে তবে তো কোন হোঁচট না খাইয়াই তাহারা পৃথিবী ত্যাগ করে। কিন্তু যদি কোন পরীক্ষা তাহাদের

উপর নিপতিত হয় তাহা হইলে তাহাদের পরিণতি বালমের ন্যায় হওয়ার ও ইলহাম প্রাপ্ত হওয়ার পরও তাহাদের জন্য কুকুরের সাদৃশ্য হওয়ার আশংকা থাকিয়া যায়। কেননা তাহাদের জ্ঞান, কর্ম ও ঈমানে দোষ-ত্রুটি থাকার দরুণ শয়তান তাহাদের দরজায় দাঁড়াইয়া থাকে এবং কোন হোঁচট খাওয়ার সময় সে তৎক্ষণাৎ তাহাদের গৃহে ঢুকিয়া পড়ে। তাহারা দূর হইতে আলো দেখে; কিন্তু এই আলোতে প্রবেশ করে না এবং ইহার উত্তাপের যথেষ্ট অংশও তাহারা লাভ করে না। তাহাদের অবস্থা একটি বিপজ্জনক অবস্থা। খোদা হইলেন জ্যোতিঃ, যেমন তিনি বলেন, اللّٰہ نور السموٰت والارض

(অর্থ: আল্লাহ্‌, আকাশ ও পৃথিবীর জ্যোতিঃ—অনুবাদক)। সুতরাং যে ব্যক্তি কেবল এই জ্যোতির উপকরণ দেখে সে ঐ ব্যক্তির ন্যায়, যে দূর হইতে ধূঁয়া দেখে, কিন্তু আগুনের আলো দেখে না। এই জন্য সে আলোর উপকারিতা হইতে বঞ্চিত হয়, যাহা মানবীয় দুর্বলতাকে জ্বালাইয়া দেয়। সুতরাং ঐসকল লোক যাহারা কেবল নকল ও যুক্তি-ভিত্তিক প্রমাণ যা ধারণাপ্রসূত, ইলহামের দ্বারা খোদাতা'লার অস্তিত্বের প্রমাণ করে, যেমন বাহ্যদর্শী আলেমেরা, দার্শনিকেরা বা এইরূপ ব্যক্তিরা যাহারা কেবল নিজেদের আধ্যাত্মিক শক্তি দ্বারা যাহার মধ্যে কাশ্‌ফ ও স্বপ্নের সম্ভাবনা নিহিত থাকে, খোদাতা'লার অস্তিত্ব স্বীকার করে, কিন্তু খোদার নৈকট্যের জ্যোতিঃ হইতে তাহারা বঞ্চিত; তাহারা ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে দূর হইতে আগুনের ধূঁয়া দেখে, কিন্তু আগুনের আলো দেখে না আর কেবলমাত্র ধূঁয়ার কথা ভাবিয়া আগুনের অস্তিত্বের উপর বিশ্বাস করে। এইরূপ ব্যক্তি ঐ দৃষ্টি শক্তি হইতে বঞ্চিত যাহা আলোর মাধ্যমে লাভ করা যায়। কিন্তু ঐ ব্যক্তি, যে এই জ্যোতির আলো দূর হইতে তো দেখে, কিন্তু এই জ্যোতিতে প্রবেশ করে না, তাহার দৃষ্টান্ত এইরূপ, যেমন এক ব্যক্তি অন্ধকার রাত্রিতে আগুনের আলো দেখে এবং ইহার সাহায্যে সঠিক পথও পাইয়া যায়, কিন্তু এই আগুন হইতে দূরে থাকার দরুন ইহা দ্বারা নিজের শীতকে দূর করিতে পারে না। যে কোন ব্যক্তি এই কথা বুঝিতে পারে যে, যদি এক অন্ধকারাচ্ছন্ন রাত্রিতে এবং ভীষণ শীতের সময় দূর হইতে আগুনের আলো তাহার দৃষ্টিগোচর হয়, তবে কেবলমাত্র এই আলোর দর্শনই তাহাকে ধ্বংসের হাত হইতে বাঁচাইতে পারে না। বরং ঐ ব্যক্তিই ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা পাইবে, যে আগুনের এতখানি নিকটে যাইবে যাহা তাহার শীতকে যথেষ্ট পরিমাণে দূর করিতে পারে। কিন্তু যে ব্যক্তি কেবলমাত্র দূর হইতে ঐ জ্যোতিঃ দেখে তাহার ইহাই চিহ্ন যে, যদি সঠিক পথের কোন কোন লক্ষণ তাহার মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু বিশেষ আশীষের কোন লক্ষণ তাহার মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় না এবং আল্লাহ্‌র উপর নির্ভরশীলতা কম থাকার ফলে ও মানবীয় কামনা বাসনার দরুন তাহার দোষ-ত্রুটিসমূহ দূর হয় না এবং তাহার প্রকৃতিগত অস্তিত্ব জ্বলিয়া ভস্মীভূত হয় না। কেননা সে জ্যোতির স্ফুলিঙ্গ হইতে অনেক দূরে। সে নবী ও রসূলগণের

পরিপূর্ণ উত্তরাধিকারী হয় না। তাহার কোন কোন অভ্যন্তরীণ দুর্বলতা তাহার মধ্যে গুপ্ত থাকে। খোদাতা'লার সহিত তাহার যে সম্পর্ক আছে তাহা নির্মল ও দোষ-ত্রুটি মুক্ত নহে। কেননা সে দূর হইতে খোদাতা'লাকে অস্পষ্ট আবছা দেখে। সে তাঁহার ক্রোড়ে বসিয়া নাই। এইরূপ লোকের মধ্যে যে মানবীয় আবেগ আছে তাহা কোন কোন সময় তাহার স্বপ্নে তেজ ও তুফানের ন্যায় দেখা দেয় এবং সে মনে করে যে, তাহার এই তেজ খোদাতা'লার পক্ষ হইতে আসিয়াছে। পক্ষান্তরে ঐ তেজ কেবল 'নফ্‌সে আম্মারা' (মন্দ আত্মা) এর পক্ষ হইতে আসিয়াছে। উদাহরণ স্বরূপ এক ব্যক্তি স্বপ্নে বলে, আমি কখনো অমুক ব্যক্তির আজ্ঞানুবর্তিতা করিব না। আমি তাহার চাইতে উত্তম। ইহার ফল এই হয় যে, সে বস্তুতই উত্তম, অথচ প্রবৃত্তির তাড়নায় এই বাক্য নির্গত হয়। অনুরূপভাবে প্রবৃত্তির উত্তেজনায় সে স্বপ্নে আরো অনেক ধরণের কথা বলে এবং অজ্ঞতাবশতঃ সে মনে করে যে ঐ সকল কথা খোদার ইচ্ছানুসারে বলা হইয়াছে। সে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া যায়। যেহেতু সে সম্পূর্ণরূপে খোদাতা'লার দিকে অগ্রসর হয় নাই, এবং সকল শক্তি সকল সত্য-নিষ্ঠা ও সকল বিশ্বস্ততার সহিত তাঁহাকে বহন করে নাই, সেহেতু খোদাতা'লার পক্ষ হইতে তাহার উপর সম্পূর্ণরূপে করুণার বিকাশ হয় নাই। সে ঐ শিশুর ন্যায়, যাহার মধ্যে জীবনের সঞ্চার তো হইয়াছে, কিন্তু এখনো সে মাতৃগর্ভ হইতে বাহিরে আসিতে পারে পাই। আধ্যাত্মিক জগতের পরিপূর্ণ দৃশ্যের প্রতি এখনো তাহার চক্ষু বন্ধ রহিয়াছে এবং এখনো সে নিজ মায়ের চেহারাও দেখে নাই, যাহার দয়ায় সে লালিত পালিত হইয়াছে। নিম মোল্লা খতরাহ ঈমান (অর্থাৎ অর্দ্ধ শিক্ষিত মোল্লা ঈমানের জন্য বিপজ্জনক)—এই প্রবাদটি তাহার জন্য প্রযোজ্য। সে নিজ ত্রুটিপূর্ণ তত্ত্বজ্ঞানের জন্য বিপজ্জনক অবস্থায় আছে। হাঁ, এইরূপ লোকেরাও কিছুটা তত্ত্বজ্ঞান ও সূক্ষ্মতত্ত্ব সম্পর্কে অবগত হয়। কিন্তু ইহা ঐ দুগ্ধের ন্যায় যাহাতে কিছুটা পেশাবও মিশ্রিত আছে এবং ঐ পানির ন্যায় যাহাতে কিছুটা কাদাও আছে। যদিও এই পর্যায়ের মানুষ প্রথম পর্যায়ের মানুষের তুলনায় নিজের স্বপ্ন ও ইলহামের ক্ষেত্রে শয়তানের প্রভাব ও নিজ মনগড়া কথা হইতে কিছুটা রক্ষা পায়, কিন্তু যেহেতু তাহার প্রকৃতিতে এখনো শয়তানের অংশ বিদ্যমান আছে, সেহেতু শয়তানী ওহী হইতে সে বাঁচিতে পারে না। যেহেতু তাহার মধ্যে প্রবৃত্তিগত আবেগেরও আশংকা আছে, সেহেতু নিজ মনগড়া কথা হইতেও সে রক্ষা প্রাপ্ত হইতে পারে না। সঠিক কথা এই যে, ওহী ও ইলহামের পরিপূর্ণ নির্মলতা নির্মল আত্মার উপর নির্ভর করে। যাহাদের আত্মায় এখনো কলুষতা আছে তাহাদের ওহী ও ইলহামেও কলুষতা আছে।

(ক্রমশঃ)

আমাদের নীতি ইহাই যে, তোমরা সমগ্র মানবজাতির প্রতি

সহানুভূতিশীল হও

মহান আল্লাহ্‌তা'লা বলেন : "তোমরা মানুষের সাথে সুন্দর ও উত্তমভাবে কথা বলবে।" (সূরা বাকারা : ৮৪ আয়াত)

আঁ-হযরত (সাঃ)-এর ফরমান :

"সমগ্র মানবজাতি আল্লাহ্‌তা'লার পরিবারভুক্ত। আর আল্লাহ্‌তা'লার নিকট সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে ঐ বান্দা সবচেয়ে প্রিয় যে আল্লাহ্‌র পরিবারের (অর্থাৎ সৃষ্টির) সাথে উত্তম আচরণ করে" (মেশকাত)।

যুগ-ইমাম হযরত ইমাম মাহ্‌দী ও মসীহ মাওউদ (আঃ) বলেন :

"আমাদের নীতি ইহাই যে, সমগ্র মানবজাতির প্রতি তোমরা যেন সহানুভূতিশীল হও। যদি কোন ব্যক্তি এক প্রতিবেশী হিন্দুর ঘরে আগুন লাগতে দেখে আর সে উহা নিভাতে সাহায্য করার জন্যে তৎপর না হয় তাহলে আমি সত্য সত্যই বলছি যে, সে আমার মধ্য থেকে নয়। যদি কোন ব্যক্তি আমাদের শিষ্যদের মধ্য থেকে দেখে যে, কেহ এক খৃষ্টানকে হত্যা করছে আর সে তাকে রক্ষা করার জন্যে সাহায্য না করে তাহলে আমি ঠিক ঠিক বলছি যে, সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়।" (রূহানী খাযায়েন ১২ খণ্ড, সীরাজুম্‌ মুনীর, ২৮ পৃষ্ঠা)

"আমি সকল মুসলমান, খৃষ্টান, হিন্দু এবং আর্য সমাজীদের নিকট এ কথা প্রকাশ করছি যে, দুনিয়াতে কেউ আমার শত্রু নয়। আমি মানবজাতিকে সেইভাবে ভালবাসি যেভাবে স্নেহময়ী এক মা তার সন্তানদেরকে ভালবাসেন বরং এর চাইতেও বেশী। আমি কেবল ঐ সব অলীক ধর্ম-বিশ্বাসসমূহের শত্রু যদ্বারা সত্যতা বিনাশ প্রাপ্ত হয়। মানুষের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন আমার জন্য ফরয (অবশ্য কর্তব্য)। আর আমাদের নীতি হলো মিথ্যা, অংশীবাদিতা, অত্যাচার, প্রত্যেক প্রকারের অপকর্ম, অবিচার, অসদাচরণের প্রতি ঘৃণা পোষণ করা।"

(রূহানী খাযায়েন, ১৭ খণ্ড, আরবাঈন নং ১, ৩৪৪ পৃষ্ঠা)

শানে আহ্‌মদ আরাবী (সাঃ)

(হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর নযম। ১৯০২ সনে প্রকাশিত "দাফেউল বালা" গ্রন্থের ২০ পৃষ্ঠা এবং উর্দু দুররে সামীন ১৯৬৩ সালের মুদ্রণ এর ৫৩ পৃষ্ঠা)

অনুবাদ : আনোয়ার আলী

জীবন দায়িনী সুধায় পূর্ণ আহমদ (সাঃ)-এর 'জাম'
কতই না প্রিয় আহা! এই আহমদ নাম।
নবী তো আছেন লক্ষ লক্ষ কিন্তু কসম খোদার।
আহমদ (সাঃ)-এর স্থান উর্ধ্বে সবাকার।
বাগে আহমদের ফল নিজে আমি খেয়েছি।
কালামে আহমদ (সাঃ)-কে মম গুলবাগ সম পেয়েছি।
ইব্‌নে মরিয়মের কথা আর নাহি বলো
আহমদ (সাঃ)-এর গোলামই তো তার চেয়ে ভালো।

অর্থঃ—জাম—পানপাত্র, বাগ—বাগান, কালাম—বাক্য, গুলবাগ—ফুলের বাগান।

মানব-প্রেম

আহ্‌মদীয়া জামা'তের প্রতিষ্ঠাতা হযরত ইমাম মাহদী (আঃ) বলেন :

"আমার তো অবস্থা এই যে, যদি কারও ব্যথা বেদনা হতে থাকে আর আমি নামাযে দাঁড়াই, আমার কানে যদি এর শব্দ পৌঁছে যায় তাহলে আমি তো চাই যে, নামায ছেড়ে দিয়ে হলেও যদি তার কোন উপকার করতে পারি তাহলে তার উপকার করি। আর যতটুকু সম্ভব তার প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করি। কোন ভাইয়ের বিপদ ও কষ্টের সময় তার সাথী না হওয়া সদাচরণ বহির্ভূত কাজ। যদি তুমি তার জন্য কিছুই না করতে পার তাহলে কমপক্ষে দোয়াই করো। নিজেদের কথা ছেড়ে দিয়েও এই কথা বলি যে, অন্যান্যদের এবং হিন্দুদের সাথেও উত্তম আচরণের নমুনা দেখাও। তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল হও। বেপরওয়া মেজায আদৌ হওয়া উচিৎ নয়।"

"একবার আমি বাইরে বেড়াতে যাচ্ছিলাম। আমার সাথে আব্দুল করীম পাটওয়ারী নামে এক ব্যক্তি ছিলেন। সে কিছুটা সামনে ছিল আর আমি পিছনে ছিলাম। রাস্তায় ৭০-৭৫ বছর বয়সের এক দুর্বল ব্যক্তির সাথে সাক্ষাৎ হলো। সে একটি চিঠি পড়ার জন্যে বললো। কিন্তু সে (পাটওয়ারী) তাকে ধমক দিয়ে সরিয়ে দিলো। আমার প্রাণে ব্যথা লাগলো। সে ঐ চিঠিটি আমাকে দিলো। আমি উহা নিয়ে থেমে গেলাম এবং পাঠ করে সুন্দর ভাবে তাকে বুঝিয়ে দিলাম। এতে পাটওয়ারী সাহেব খুব লজ্জিত হলো ; কেননা থামতে তো হলোই কিন্তু সওয়াব থেকেও বঞ্চিত হলো।"

(মলফুযাত প্রথম খণ্ড, ৩০৫ পৃষ্ঠা : মাসিক আনসারুল্লাহ ডিসেম্বর, ১৯৯১ এর সৌজন্যে)

খোদ্দামুল আহমদীয়া ও লাজনা ইমাইল্লাহ সংগঠন করিবার উদ্দেশ্য

আহমদীয়া জামাতের শ্রেষ্ঠ কর্তব্য—সন্তান-সন্ততির তরবীয়ত

[৩রা ফেব্রুয়ারী তারিখের খোৎবার সার-মর্ম—বঙ্গানুবাদ]

সূরা ফাতেহা পাঠের পর হুযুর বলেন,—

আমি পূর্বেও জামাতকে সর্বদা উপদেশ দিয়া আসিয়াছি যে, জাতির উন্নতি ও কৃতকার্যতার জন্য কোন পুরুষ বা Generation এর তরবীয়ত যথেষ্ট নহে। কোন দীর্ঘ প্রোগ্রাম তখনই সফলকাম হইতে পারে যখন ক্রমাগত কয়েক পুরুষ তাহা পূর্ণ করিতে সচেষ্ট থাকে। কোন প্রোগ্রাম পূর্ণ করিতে যে সময়ের আবশ্যক ততটুকু সময় তাহার জন্য উৎসর্গ না করিলে তাহা কখনো সম্পূর্ণরূপে সাধিত হইতে পারে না। যথা—একখানা কুটির তৈয়ার করিতে মাসেক কাল আবশ্যক। যদি কেহ পনর দিন কাজ করিয়া তাহা ছাড়িয়া দেয় তবে স্বতঃই সেই কুটিরের নির্মাণ অপূর্ণ থাকিবে এবং ক্রমে উহা বিনষ্ট হইয়া যাইবে তদ্রূপ, যে গৃহ তৈয়ার করিতে তিনমাস কাল আবশ্যক যদি কেহ একমাস বা দেড় মাস কাজ করিয়া তাহা ছাড়িয়া দেয় তবে তাহাও নির্মিত হইতে পারে না, যদিও পূর্বোল্লিখিত ব্যক্তি হইতে এই ব্যক্তি অধিক সময় উৎসর্গ করিয়াছে। কাজ তিন মাসের ছিল বলিয়া দেড় মাস কাজ করা সত্বেও তাহা অপূর্ণ রহিল। তদ্রূপ যে প্রাসাদ তৈয়ার করিতে দুই তিন বৎসর কাল আবশ্যক, যদি কেহ উহাতে এক বৎসর কালও কাজ করে তবু তাহা প্রস্তুত করিতে পারিবে না। সে এই কথা বলিতে পারে না যে, প্রথমোক্ত কুটির তো একমাসে সম্পাদিত হইতে পারিত এবং শেষোক্ত গৃহ তিন মাসে, তবে আমি এক বৎসর কাজ করিয়া কেন ইহার নির্মাণ শেষ করিতে পারিব না? কারণ এই যে, সে যে কাজ আরম্ভ করিয়াছিল তাহা সম্পাদনের জন্য তিন বৎসর দরকার ছিল। অতএব, যদি সে এক বৎসর বা দুই বৎসরও কাজ করিয়া কাজ ছাড়িয়া দেয় তবে তাহার এই দুই বৎসরের কাজও বিনষ্ট হইবে।

কোন কোন কাজ আবার এরূপ যে, তাহা সম্পাদনের জন্য পনর, বিশ বা ত্রিশ বৎসর সময়ের দরকার। এই কাজ যদি কেহ পনর বৎসর করিয়া ছাড়িয়া দেয়, তবে নিশ্চয়ই অসম্পাদিত থাকিবে। কারণ, এই কাজের জন্য বিশ-ত্রিশ বৎসরের আবশ্যক ছিল। তদ্রূপ

কতিপয় কাজ সাধন করিতে শত শত বৎসর আবশ্যক হয়। এই শত বৎসরের কাজ যদি কেহ পঞ্চাশ, ষাট বা সত্তর বৎসর করিয়া ছাড়িয়া দেয় তবে নিশ্চয়ই তাহা অপূর্ণ থাকিবে।

আমাদিগকে এই নিগূঢ়-তত্ত্ব শিক্ষা দিবার জন্য এবং কোন কোন কাজ যে সময়ের সহিত সংবদ্ধ থাকে, তাহা বুঝাইবার জন্য আল্লাহ্‌তা'লা তাঁহার কাজের জন্য বিভিন্ন সময় নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়াছেন। কোন কোন অজ্ঞ ব্যক্তি আপত্তি করিয়া থাকে যে, খোদা যেহেতু কোন কাজ সম্বন্ধে "কুন্" বলিলেই তাহা সম্পাদিত হইয়া যায়, অতএব তাঁহার জন্য এক সেকেণ্ডে সমস্ত কাজ করা কঠিন নয়। অবশ্য ইহা সত্য কথা যে, খোদাতা'লা ইচ্ছা করিলে এক সেকেণ্ডেই সমস্ত কাজ করিতে পারেন ; কিন্তু যদি খোদাতা'লা এক সেকেণ্ডেই সমস্ত কার্য করিয়া ফেলিতেন, তবে মানুষের মধ্যে অধ্যবসায় সৃষ্টি হইত না এবং মানুষের সম্মুখে অধ্যবসায় জিনিষটি বুঝিবার জন্য কোন দৃষ্টান্ত থাকিত না। তাই আল্লাহ্‌তা'লার কোন কোন কাজ এমন যাহা বিশ বা একুশ দিনে সম্পাদিত হয়—যথা, মুরগীর ছানা জন্মাইবার জন্য তিন সপ্তাহ কাল আবশ্যক। আবার কোন কোন কাজ ছয় মাসে সম্পাদিত হয়—যথা, ছাগল-ছানা ; ইহার জন্য ছয় মাস আবশ্যক। আবার কোন কোন কাজ নয় মাসে সম্পন্ন হয়—যথা মানব-সন্তান। আবার কোন কোন কাজের জন্য এক বৎসর আবশ্যক—যথা, অশ্ব-শাবক ; ইহা এক বৎসর পর পয়দা হয়। আবার কোন কোন কাজ পাঁচ, দশ বা বিশ বৎসর পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়—যথা, ফলবান বৃক্ষ। কোন কোন বৃক্ষ তিন চারি বৎসরে ফল প্রদান করে, কোন কোন বৃক্ষ দশ বৎসরে, কোন বৃক্ষ পনর বৎসরে ফল প্রদান করে।

মোট কথা, এই সকল কাজ খোদাতা'লা কয়েক বৎসরে সম্পন্ন করেন। এইরূপে খোদাতা'লা তাঁহার সময়ের দৈর্ঘ বৃদ্ধি প্রাপ্ত করিয়া দেন। এমন কি, কোন কোন কাজ তিনি লক্ষ লক্ষ বৎসরে করেন—পাথুরে কয়লা নির্মাণ। প্রথমতঃ লোক পাথুরে কয়লা সম্বন্ধে অবগত ছিল না। কিন্তু আজকাল গ্রাম-দেশে মেশিন হওয়ার কারণে গ্রামের লোকও পাথুরে কয়লা সম্বন্ধে অবগত হইয়াছে। আর পাথুরে কয়লার খরচ কম লাগে বলিয়া কতিপয় লোক পাথুরে-কয়লাই ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছে।

এই পাথুরে কয়লা সেই সকল বৃক্ষ হইতেই প্রস্তুত হয় যাহার কাঠ কাটিয়া জ্বালান হয়। কিন্তু এমনি হয় না, বরং কয়েক লক্ষ বৎসর মাটির নীচে নিহিত থাকিয়া এই বৃক্ষ সমূহ পাথুরে কয়লায় পরিণত হয়। বস্তুতঃ আল্লাহ্‌তা'লা পাথুরে কয়লা সৃষ্টির জন্য কয়েক লক্ষ বৎসর নিযুক্ত করিয়াছেন। ইহাতে আল্লাহ্‌তা'লা ইহাই শিক্ষা দিয়াছেন যে, সময়ের দৈর্ঘ বা স্বল্পতা জিনিসের সৌন্দর্য ও গুণের জন্য আবশ্যক। চিকিৎসা বিষয়ক দ্রব্যের মধ্যেও কতিপয় ঔষধ এরূপ আছে যাহার উপকরণসমূহ সর্বদাই আমরা ব্যবহার করিয়া থাকি, কিন্তু সেগুলি কিছুকাল মৃত্তিকায় আবৃত থাকার ফলে ইহাদের গুণই পরিবর্তিত

হইয়া যায়। যথা—'বাবশাশা' একটি ঔষধ যা সর্দ্দি রোগে উপকারী। এই 'বাব্‌শাশা, ঔষধের উপকরণগুলি একত্রিত করিয়া তৎক্ষণাৎ ব্যবহার করিলে কোন উপকার হইবে না। এই ঔষধের পূর্ণ ফল তখনই পাওয়া যাইবে যখন উহা গমের মধ্যে ৪০ দিন যাবৎ আবৃত থাকিবে। উপকরণগুলি তাহাই যাহা ৪০দিন পূর্বে ছিল। কিন্তু ৪০ দিন গমের ভিতর নিহিত থাকায় সেগুলিতে যে উপকার হইবে তাহা তৎপূর্বে হইবে না। কেহ বলিতে পারে যে, ইহা কি মূর্খতা? উপকরণ যখন তাহাই রহিল, তখন চল্লিশ দিন গমের ভিতর রাখিবার দরকার কি?

সার কথা এই যে, সময় নিজেই কোন জিনিসের একটি অত্যাবশ্যকীয় উপকরণ। ঔষধের সহিত সময় সংলগ্ন না করিলে ঔষধ উত্তম হইবে না। কেবল ঔষধই নহে ঔষধি সময়ের সহিত মিলিত হইয়া উহার উপকরণ হয়। কোন কোন ঔষধ আবার ছয় মাস নিহিত রাখিতে হয়। নতুবা কোন উপকার হয় না। কোন কোন ঔষধ এক বৎসর বা দুই বৎসর নিহিত থাকায় ব্যবহার যোগ্য হয়। ঐ উপকরণগুলিই যদি ঐ সময় একত্র করিয়া খাওয়া যায় তবে সেরূপ উপকারী হইবে না; কিন্তু যদি দুই বৎসর পর খাওয়া যায় তবে কার্য-করী হইবে। ফলতঃ কোন কোন ঔষধ নিজেই কার্যকরী হয় না বরং তাহার সহিত সময়কে মিলাইতে হয়।

এইরূপ একটি দুইটি নয়, বরং সহস্র সহস্র দ্রব্য আছে যাহার জন্য সময়ও একটা উপকরণ বটে। কোন নূতন উপকরণ তাহাতে প্রবিষ্ট করান হয় না, কেবল সময়কে শামেল করা হয় এবং তাহা অন্য কিছুতে পরিণত হইয়া যায়। সময় শামেল না হইলে কার্যকরী হয় না।

আল্লাহ্‌ তা'লার 'তালীম' বা শিক্ষারও এই অবস্থা। তাঁহার কোন শিক্ষা তখন পরিপক্ক হয় এবং উহার তাৎপর্য উত্তম ও শ্রেষ্ঠ তখন হয় যখন ক্রমাগত কয়েক পুরুষ কর্তৃক তাহা পালন করা হয়। কয়েক পুরুষ যখন ক্রমাগত তাহা পালন করে তখন উহা এক নূতন রূপ অবলম্বন করে এবং জগতের জন্য আশ্চর্যরূপে কল্যাণকর হয়। বিশেষতঃ, যে জামা'ত বা প্রতিষ্ঠান 'জামালী' (সৌন্দর্যমণ্ডিত) রঙের অর্থাৎ ঈসায়ী সিলসিলার নীতির অনুরূপ তাহা এক দীর্ঘকাল পর পরিণত হয়। বরং কখন কখন দুই তিন শত বৎসর পর পরিপক্ক হয়। আমাদের সিলসিলাও ঈসায়ী সিলসিলার ন্যায় আর ইহার সৌন্দর্য তখনই প্রকাশিত হইতে পারে যখন এক দীর্ঘকাল অপেক্ষা করা যায়। যেইরূপে কোন ঔষধ এক দীর্ঘকাল নিহিত থাকার পর উপকার হয় এবং তাহা না করিলে অপকারী হয়, তদ্রূপ জামালী তালীমের সুফলের জন্যও এক দীর্ঘকাল অপেক্ষা করিতে হয়। ঔষধ তো, কোনটি মাটিতে, কোনটি যবে, বা কোনটি গমে নিহিত করা হয়, কিন্তু জামালী তালীম এক দীর্ঘকাল যাবৎ নিজ

হৃদয়ে নিহিত রাখিতে হয়। এক দীর্ঘকাল হৃদয়ে নিহিত রাখিলে ইহা উচ্চ স্তরের ঔষধে পরিণত হয়—যাহা কার্যকরী হয় এবং মৃতকেও সঞ্জীবিত করে।

সুতরাং এই নৈসর্গিক নিয়ম আমাদের ভোলা উচিত নয়। অবজ্ঞতাবশতঃ কেহ কেহ মনে করে, উপকরণ যখন তাহাই, সময়ের আবশ্যকতা কি। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা প্রকৃতির মধ্যে এমন অনেক দৃষ্টান্ত রাখিয়াছেন, যদ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কোন কোন দ্রব্যের জন্য সময়ের দৈর্ঘও এক উপকরণ। এই জন্যই আমি জামা'তে মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার ভিত্তি স্থাপন করিয়াছি।

এই সমিতি প্রতিষ্ঠায় আমার উদ্দেশ্য এই যে, আমাদের হৃদয়ে যে শিক্ষা নিহিত আছে তাহা যেন বিনষ্ট না হয় বরং বংশ পরম্পরায় হৃদয় হইতে হৃদয়ে সুরক্ষিত ও সঞ্চারিত থাকে। আজ ইহা আমাদের হৃদয়ে নিহিত কাল যেন আমাদের সন্তান-সন্ততির হৃদয়ে নিহিত থাকে, এবং পরশু তাহাদের সন্তান-সন্ততির হৃদয়ে নিহিত থাকে, যে পর্যন্ত না এই শিক্ষা আমাদের সঙ্গে সংবদ্ধ হইয়া যায় এবং আমাদের হৃদয়ের সহিত মিলিত হইয়া যায় এবং এরূপ আকৃতি ধারণ করে যাহা জগতের জন্য হিতকর এবং আশীষযুক্ত হয়। যদি দুই এক পুরুষ পর্যন্তই এই শিক্ষা সীমাবদ্ধ থাকে তবে ইহা পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হইতে পারে না।

সালানা জলসার সময়ে খোদ্দামুল আহমদীয়ার যে সভা হইয়াছিল তাহাতে আমি জামা'তের বন্ধুগণকে খোদ্দামুল আহমদীয়াকে সাহায্য করিতে উপদেশ দিয়াছিলাম। ইহাও পুণ্য কাজ এবং প্রত্যেক সক্ষম ব্যক্তিরই নিজ নিজ ক্ষমতানুযায়ী অল্প-বিস্তর ইহাকে সাহায্য করা উচিত যেন খোদ্দামুল আহমদীয়া সহজে এবং উত্তমরূপে আপন কার্য সাধন করিতে পারে।

কতিপয় লোক অভিযোগ করিয়া থাকে যে, ইংরেজদের কাজ তো খুব সফলতা প্রাপ্ত হয়, কিন্তু আমাদের কাজ তদ্রূপ চলে না। তাহারা একথা ভাবে না, ইংরাজদের কাজের পিছনে উপযুক্ত অফিস, কর্ম ও অর্থ থাকে। এই সব বিষয় সংগৃহীত হইলে সফলতা লাভ না হইবার কোন কারণ নাই। কিন্তু আমাদের না আছে মূল ধন, না আছে এইরূপ উপযুক্ত অভিজ্ঞ কর্মী যিনি সব সময় কেবল এই কাজেই নিযুক্ত থাকিবেন।

স্থায়ী কর্মীর আবশ্যকতা

অতঃপর তিনি নেশনেললীগের কথা উল্লেখ করিয়া বলেন যে, উপযুক্ত স্থায়ী কর্মীর অভাবে এই লীগ সর্বত্র যথোপযুক্তরূপে কৃতকার্য হয় নাই। একমাত্র কাদিয়ানেই ইহা কতকটা কৃতকার্য হইয়াছে এবং উহার কারণ এই যে, এখানে এই কার্যের জন্য এক জন স্থায়ী কর্মী নিযুক্ত আছেন যিনি সর্বদাই এই কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকেন। অতঃপর বলেন,

অবশ্য সর্বত্র এরূপ স্থায়ী কর্মী নিযুক্ত করা সম্ভবপর নয়, কিন্তু স্থান বিভাগ করিয়া স্থায়ী কর্মীগণ দ্বারা সর্বত্র টুরের ব্যবস্থা করা যাইতে পারিত আর তাহাতে অধিকতর কৃতকার্যতা লাভ হইত। কিন্তু তাহা না করিয়া কেবল এক স্থানে স্থায়ী কর্মীগণের ত্যাগ ও প্রচেষ্টাকে সীমাবদ্ধ রাখায় উত্তম ফল লাভ হয় নাই। কতিপয় কাজের সফলতা শুধু নিষ্ঠা, ত্যাগ ও প্রচেষ্টার উপর নির্ভর করে।

ধর্মে জামালী প্রচার

অতঃপর ধর্মের শিক্ষার প্রচার পদ্ধতি সম্বন্ধে বলেন, ধর্ম শিক্ষার প্রচারের জন্য,—বিশেষতঃ এরূপ শিক্ষা যাহা ঈসায়ী কাঠামে গড়া এবং জামালী রঙ্গে রঞ্জিত, অর্থাৎ কেবল আপন সৌন্দর্য বলে জগজ্জয় করিতে চায়—এক দীর্ঘকাল অনবরত প্রচেষ্টার আবশ্যক। এই প্রচেষ্টা অনবরত পরিচালিত করার জন্য ভবিষ্যদ্বংশধরগণের চরিত্র সংশোধন আবশ্যক। যাহার হৃদয়ে ধর্মের জন্য আন্তরিক প্রেম জন্মে সে মৃত্যু পর্যন্ত ইহার প্রচার কার্য বন্ধ করিতে পারে না এবং শিরচ্ছেদ হওয়ার ভয়েও সন্তানের চরিত্র গঠন কার্যে অবহেলা করিতে পারে না। প্রত্যেকের দায়িত্ব নিজ নিজ জীবদ্দশা পর্যন্ত। মৃত্যুর পর কেহ সন্তানের চরিত্র গঠনের জন্য দায়ী নহে। যেদিন যাহার মৃত্যু হইবে সেদিন সে দায়িত্বমুক্ত হইবে। অন্যের কথা দূরে থাকুক হযরত ঈসা (আঃ)-কে যখন কেয়ামতের দিন বলা হইবে যে, তুমি কি তোমাকে এবং তোমার মাতাকে খোদার শরীক বা সমকক্ষ জ্ঞান করিবার জন্য বলিয়াছিলে? তখন তিনি উত্তর করিবেন, 'প্রভু! যতদিন আমি জীবিত ছিলাম ততদিন আমি লোকের হেদায়াতের জন্য দায়ী ছিলাম কিন্তু তুমি যখন আমাকে মৃত্যু দান করিলে তখন হইতে আমি আর তাহাদের অবস্থা অবগত নহি।"

হযরত ঈসা (আঃ) এক নবী ছিলেন। তিনিও আপন মৃত্যুর পর লোকের পথ ভ্রষ্টতার জন্য দায়ী নহেন। কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার উম্মতের সংস্কারের জন্য যদি তাঁহার কোন প্রতিনিধি দাঁড়াইতেন কিম্বা যদি তাঁহার কার্য তাঁহার 'হাওয়ারী' বা সহচরগণের উপর বর্ষিত হইত তবে নিশ্চয়ই তাঁহার মৃত্যুর পর লোক-মধ্যে এরূপ বিকার ঘটিত না। হযরত রসূল করীমের (সাঃ) পর পরই ইসলামের কোন বিকৃতি না আসার কারণ এই যে, আল্লাহ্‌-তা'লা তাঁহাকে এরূপ আধ্যাত্মিক সন্তান দান করিয়াছিলেন যাঁহারা পিতৃপুরুষদিগের কার্য পর্যবেক্ষণ ও সংরক্ষণ করিয়াছিলেন। আল্লাহ্‌তা'লা তাঁহার সহিত ওয়াদা করিয়াছিলেন—

انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون

—অর্থাৎ "আমরাই এই কুরআন অবতীর্ণ করিয়াছি এবং আমরাই সর্বদা সংরক্ষণ করিব এবং তোমার বংশধরগণের মধ্যে এরূপ লোক প্রতিষ্ঠিত করিব যিনি ইসলামের পতনোন্মুখ পতাকা ধারণ করিয়া ইসলামকে উন্নতি ও গৌরব শিখরে উপনীত করিবেন"। আল্লাহ্‌তা'লার এই ওয়াদা দ্বারাই অন্যান্য নবীদের উপর হযরত রসূল করীমের (সাঃ) মহত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত

হয়। অন্যান্য নবীদিগের (আঃ) কার্য ক্রমাগত পরিচালিত করিবার কোন উপায় ছিল না ; কিন্তু হযরত রসূলে করীমকে (সাঃ) আল্লাহ্ তা'লা প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন যে, তাঁহার আধ্যাত্মিক বংশধরগণের মধ্য হইতে সময় সময় এরূপ সংস্কারকের আবির্ভাব হইবেন যাঁহারা দুনিয়াতে তাঁহার গৌরব প্রতিষ্ঠিত করিবেন। সেই প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী, এই যুগেও যখন মুসলমান তাঁহাকে এবং তাঁহার শিক্ষাকে ভুলিয়া গিয়া নিজ পিতৃ ধর্মের অশ্রদ্ধা ও অবমাননা করিতে লাগিলেন তখন মুসলমানদের মধ্য হইতে এক ব্যক্তিকে আল্লাহ্ তা'লা রসূল করীমের (সাঃ) আধ্যাত্মিক পুত্ররূপে আবির্ভূত করিয়া ইসলামের নষ্ট গৌরব পুনরুদ্ধার করিলেন। আজ যদি আল্লাহ্তা'লা এই বন্দোবস্ত না করিতেন এবং হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) আবির্ভূত না হইতেন তবে আজ ইসলামের কিছুই থাকিত না। তিনি আবির্ভূত হইয়া ইসলামকে সর্ব ধর্মের উপর এরূপভাবে বিজয়ী ও শ্রেষ্ঠ প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, আজ বার্দ্ধক্যের পরিবর্তে ইসলামে পুনরায় যৌবন দেখা দিয়াছে এবং জগৎ তাহা অনুভব করিতেছে ; কোথায় এরূপ সময় ছিল যে, ইসলাম তরী ডুবিবার উপক্রম হইয়াছিল আর কোথায় আজ জগৎ স্বীকার করিতেছে যে, ইসলাম জগতের সর্ব ধর্মকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছে।

জার্মানীর বর্তমান ডিক্টেটর হিটলার "আমার প্রচেষ্টা" নামক একখানা গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। ডিক্টেটর পদ পাবার পূর্বে তিনি পরোক্ষভাবে আহমদীয়তের শক্তি ও প্রভাবের কথা স্বীকার করিয়াছেন। তিনি ইউরোপের খৃষ্টান মিশনারীগণের নিজ দেশে কোটি কোটি নাস্তিককে তবলীগ করিতে চেষ্টা না করিয়া শুধু রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তারের উদ্দেশ্যে এশিয়া আফ্রিকার প্রচার-প্রচেষ্টার নিন্দাবাদ করিতে গিয়া বলেন, খৃষ্টান মিশনারীগণ এশিয়া ও আফ্রিকায় নিজেদের ধর্ম বিস্তারের চেষ্টা করিতেছে, কারণ ঐ সকল দেশে মুসলমান মিশনারীগণ লোকদিগকে ইসলাম ধর্মে ফিরাইয়া নিতেছে বরং খৃষ্টান মিশনারীগণ হইতে অধিকতর কৃতকার্য হইতেছে।

এই ইসলাম মিশনারীগণ কে? ইহারা আহমদী মিশনারীগণ ব্যতীত আর কেহ নহে। আহমদী মিশনারীগণই আজ জগতে ইসলাম প্রচার করিতেছে এবং মানুষকে ইসলাম ধর্মে ফিরাইয়া আনিতেছে। বস্তুতঃ হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর আবির্ভাবের পর ইসলামে এক নবজীবন আসিয়াছে এবং জগদ্বাসী তাহা অনুভব করিতেছে। এই মহা পরিবর্তন সাধনে এক পক্ষে আমাদের যেমন আনন্দিত হওয়া উচিত, পক্ষান্তরে আমাদের ইহাও স্মরণ রাখা উচিত যে, ইসলামের এই নব জীবন যদি আমরা কায়েম না রাখি তবে ইহা আমাদের মৃত্যুর লক্ষণ হইবে।

খোদ্দামুল আহমদীয়ার উদ্দেশ্য

সংস্কারক নবীগণ দীর্ঘকাল পর পর আবির্ভূত হইয়া থাকেন। ধর্মে জীবন কায়েম রাখা তাঁহাদের উম্মতেরই কাজ। 'উম্মত' বা অনুসারীগণের উচিত যেন নিজ সন্তান-সন্ততির

চরিত্র গঠন করে এবং তাহাদের হৃদয়ে নবীদিগের শিক্ষা দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করে।

এক সুদীর্ঘকাল পর যখন জগৎ-ব্যাপী গ্লানি উপস্থিত হয় তখনই সংস্কারক নবীর আবির্ভাব হয়, তৎপূর্বে নহে। আমাদের এই যুগেও শীঘ্রই আর কোন নবীর আবির্ভাবের সম্ভাবনা নাই। আমরা আল্লাহ্‌ তা'লার শক্তিকে সীমাবদ্ধ মনে করি না; আর এক নবী প্রেরণ করা তাঁহার শক্তির বহির্ভূত নহে। তবে আপাততঃ ইহাই বোধ হয় যে, বর্তমানে অন্য কোন নবীর অধীনে কাজ না করিয়া প্রতিশ্রুত খলীফা প্রমুখের অধীনে কাজ করিতে হইবে।

অতএব আমাদের প্রত্যেকের কর্তব্য ভবিষ্যৎ-বংশধরগণের মধ্যে ইসলামের শিক্ষাকে সংরক্ষণ করা। এই উদ্দেশ্যেই আমি "খোদ্দামুল-আহ্‌মদীয়া" সমিতি গঠন করিয়াছি যেন জামাত বুঝিতে পারে যে, সন্তান-সন্ততির চরিত্র-গঠন তাহাদের প্রধানতম কর্তব্য।

হযরত রসূল করীম (সাঃ) এই বিষয়টি এরূপ উত্তমরূপে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তাহা ভাবিলে চমৎকৃত হইতে হয়। সকলেই অবগত আছেন যে, পুত্র-কন্যাগণের মধ্যে কন্যাগণের চরিত্র-গঠন অগ্রগণ্য, কারণ তাহারা ভবিষ্যদ্বংশধরগণের মাতা হইবে। যে জাতি স্ত্রী-জাতির চরিত্র-গঠনে মনোযোগী হয় না, সেই জাতির পুরুষগণেরও চরিত্র-গঠন হয় না। যে জাতি স্ত্রী-পুরুষ, উভয় জাতির সংস্কারের প্রতি মনোযোগী হয় সেই জাতিই বিপদ হইতে রক্ষা পায়। হযরত রসূল করীম (সাঃ) এই বিষয়টি অতি উত্তমরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। একদা তিনি সাহাবাগণ-পরিবেষ্টিত হইয়া উপবিষ্ট ছিলেন। তখন তিনি বলেন, যে মুসলমানের ঘরে তিনটি কন্যা-সন্তান আছে এবং তিনি তাহাদের উত্তম 'তালীম-তরবীয়ত' প্রদান করেন সেই মুসলমানের জন্য বেহেশ্‌ত অবশ্যম্ভাবী। জনৈক সাহাবার (রাঃ) দুইটি মাত্র কন্যা-সন্তান ছিল। তিনি একথা শুনিয়া মর্মাহত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, হে রসূলল্লাহ! কাহারো যদি দুইটি মাত্র কন্যা সন্তান থাকে?" তিনি উত্তর করিল, "কাহারো যদি দুইটি মাত্র কন্যা সন্তান থাকে এবং দুইটিরই উত্তম তরবীয়ত করে, তবে তাহার জন্যও জান্নাত নির্ধারিত হইবে।" অতঃপর অপর একজন সাহাবী যাহার একটি মাত্র কন্যা ছিল তিনিও তদ্রূপ প্রশ্ন করিলে রসূল করীম (সাঃ) বলেন, "কাহারো যদি একটি কন্যা-সন্তান থাকে এবং সে তাহাকে উত্তম 'তরবীয়ত' করে তবে তাহার জন্যও জান্নাত অবশ্যম্ভাবী।

মোটকথা, হযরত রসূল করীম (সাঃ) এখানে বলিতে চাহিয়াছেন যে, জাতীয় পুণ্য সঞ্জীবিত রাখা মানুষকে স্বর্গের অধিকারী করে। বস্তুতঃ যে ব্যক্তি আপন একটি কন্যার তরবীয়ত করে, তাহার হৃদয়ে ধর্মের প্রতি ভালবাসা জন্মায় এবং তাহাকে খোদাতা'লা ধর্মের ফরমাঁবরদার বা আনুগত্য করেন, তিনি কেবল একটি কন্যারই 'তরবীয়ত' করেন না, বরং সহস্র সহস্র পুণ্যবান লোক সৃষ্টি করিতে চেষ্টা করেন।

বস্তুতঃ আপন সন্তান-সন্ততির 'তরবীয়ত' করা এক প্রধান বিষয় এবং পুত্র সন্তান অপেক্ষা কন্যা-সন্তানের 'তরবীয়ত' অধিকতর প্রয়োজনীয়। কারণ ইহারা ভবিষ্যদ্বংশধরগণের মাতা হইবে। মাতা যদি সংশোধিত হন তবে সন্তান-সন্ততি আপনাপনিই সংশোধিত হইবে।

এই উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই আমি বালিকাগণের শিক্ষার প্রতি অধিক জোর দিয়াছি। এবং তাহাদের পাঠ্যকে পরিবর্তন করিয়া তাহাদিগকে এরূপ শিক্ষা দিতে বলিয়াছি যাহার ফলে তাহাদের মধ্যে জাতীয় ভাব এবং ইসলামের প্রতি ভালবাসা ও আকর্ষণ জন্মায়। প্রথমতঃ লোকগণ আমার এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছে। যাহা হউক সম্প্রতি বালিকা বিদ্যালয়ের সংশোধন হইয়া গিয়াছে এবং ফলে বালিকাদিগের মধ্যে ধর্ম শিক্ষা বহু উন্নতি করিয়াছে। কিন্তু এখন পর্যন্ত এই শিক্ষা কাদিয়ানেই সীমাবদ্ধ এবং বাহিরে আহমদী বালিকাগণ ইহা দ্বারা উপকৃত হইতে পারিতেছে না। দ্বিতীয়তঃ বাহিরে এই বালিকা বিদ্যালয়ের শাখা বিস্তার করা আবশ্যক যেন সেগুলিতে কাদিয়ানের বালিকা বিদ্যালয়ের নীতি অনুযায়ীই শিক্ষা প্রদান করা হয়, যেন তাহারা উত্তম মাতা হইয়া উত্তম সন্তান প্রসব করিয়া তাহাদিগকে আহমদীয়াতের শিক্ষানুযায়ী প্রতিপালন করিতে পারে

বালকগণের তরবীয়ত

বালকগণের তরবীয়তের জন্য আমি খোদ্দামুল আহমদীয়া সমিতি কায়েম করিয়াছি। খোদাতা'লার ফযলে ইহা বেশ সফলতা লাভ করিতেছে ; অবশ্য এখনো আশানুরূপ সফলতা লাভ করে নাই। খোদ্দামুল আহমদীয়ার সহায়তা ও সহযোগিতা করিবার জন্য আমি জামা'তের প্রেসিডেন্ট ও সেক্রেটারীগণকে পূর্বেও বলিয়াছি, এবং এখনো বলিতেছি যেন তাহারা যুবকদিগকে খোদ্দামুল আহমদীয়ার সদস্য হইবার জন্য বাধ্য করেন। পিতামাতার উচিত যে, নিজ ছেলেদিগকে ইহাতে শামেল করেন।

লাজনা ইমাইল্লাহ

নারীদিগের তরবীয়তের জন্য আমি 'লাজনা ইমাইল্লাহ' কায়েম করিয়াছি। লাজনার বিশেষ কাজ জলসা করা, সিলসিলা সম্বন্ধে স্ত্রীলোকদিগকে জ্ঞাত রাখা, গরীব স্ত্রীলোকদিগকে শিল্প কার্যে উৎসাহিত করা এবং কাজে লাগানো। এই কাজ বর্তমানে যদিও ধীরে ধীরে চলিতেছে, কিন্তু ধৈর্য সহকারে কাজ চালাইতে পারিলে, আমি আশা করি, ইহা কোন দিন বিধবা বা অনাথের সমস্যার সমাধান করিবে। জামা'তের ব্যবসায়ীগণের উচিত যে, লাজনা নির্মিত জিনিস বিক্রয়ের বন্দোবস্ত করিয়া তাহাদিগকে এই কাজে সাহায্য করে। এই লাজনার কার্যকে কাদিয়ানের বাহিরেও প্রসারিত করিতে আমি ইচ্ছা করি, যেন কাজের অভাবে জামা'তে কোন বিধবা ও গরীব স্ত্রীলোক অনাহারে না থাকে। আমাদের দেশে ইহা বড়ই দোষের কথা যে, লোক অনাহারে থাকে তবু কাজ করে না। এই মহা দোষের

সংশোধন হওয়া আবশ্যক। ইহার সংশোধন করিতে হইলে সকলকেই এই প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে যে, তাহারা ভিক্ষা করিয়া কখনো খাইবে না, উপার্জ্জন করিয়া খাইবে। কেহ যদি কাজ করাকে ঘৃণা মনে করিয়া অনাহারে থাকে তবে ইহার কোন প্রতিকার আমাদের কাছে নাই। পক্ষান্তরে কেহ যদি কাজ করিতে প্রস্তুত থাকে, কিন্তু কাজ না পাওয়ার কারণে অনাহারে থাকে তবে ইহা জামা'ত ও জাতির উপর এক মহাকলঙ্ক। অতএব কাজ সংগ্রহ করার দায়িত্ব জামা'তের উপর।

এই কার্যে মহল্লার প্রেসিডেন্টগণের সহযোগিতা আবশ্যক। মহল্লার প্রেসিডেন্টগণ যদি নিজ নিজ মহল্লায় বক্তৃতা দিয়া লোকদিগকে বুঝাইয়া দেন যে, বেকার বসিয়া খাওয়া অতি অন্যায়, কাজ করিয়া খাওয়া উচিত এবং কোন কাজকেই ঘৃণা মনে করা উচিত নহে, তবে আশা করা যায় যে, লোকের মানসিকতায় এক পরিবর্তন আসিবে।

অনেকে এমন আছে যাহাদিগকে কোন কাজ দিলে তাহা করিতে সম্মান হানিকর মনে করে। অথচ কাজ করায় সম্মানের কোন হানি হয় না, বরং বেকার বসিয়া থাকা অসম্মানজনক। হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলিয়াছেন যে, মানুষ হইতে চাহিয়া খাওয়া এক অভিশাপ। একদা এক ব্যক্তি রসূল করীমের (সাঃ) নিকট কিছু চাহিয়াছিল। কেহ কেহ বলিয়া থাকে আমরা তো অন্যের নিকট চাহি না সিলসিলার নিকট চাহি! এখন আমি যে ঘটনার কথা বর্ণনা করিতেছি, তাহাতে এই কথার জওয়াব পাওয়া যায়; কারণ এই ব্যক্তিও অপর কেহ হইতে চায় নাই, বরং রসূল করীম (সাঃ) হইতে চাহিয়াছিল। রসূল করীম (সাঃ) তাহাকে কিছু দিয়া দিলেন। তাহা গ্রহণ করিয়া সে আরো চাহিতে লাগিল। রসূল করীম (সাঃ) আরো কিছু দিলেন। তাহাও গ্রহণ করিয়া সে আরো কিছু চাহিল। রসূল করীম (সাঃ) বলিলেন, "আমি কি তোমাকে এমন কিছু শিখাইব যাহা তোমার জন্য এই ভিক্ষাবৃত্তি হইতে অতি উত্তম?" সে বলিল 'অবশ্য'। হুযুর (সাঃ) বলিলেন, "কাহারো নিকট চাওয়া খোদাতা'লা পসন্দ করেন না, তুমি কোন কাজ পাইতে চেষ্টা কর এবং কাজ করিয়া খাও, অপরের নিকট হইতে চাহিয়া খাওয়ার অভ্যাস পরিহার কর।" তখন সেই ব্যক্তি উত্তর করিলেন, ইয়া রসূলুল্লাহ! আমি অদ্য হইতে এই অভ্যাস ছাড়িয়া দিলাম" এবং কার্যতও ছাড়িয়া দিলেন এবং এতটুক দৃঢ়তা দেখাইলেন যে, ইসলামের বিজয় লাভ হইলে যখন মুসলমানগণের নিকট বহু ধন-ঐশ্বর্য আসিল এবং সকলের জন্যই অযিফা নির্দ্ধারিত হইল তখন হযরত আবুবকর (রাঃ) তাঁহাকে ডাকাইয়া তাঁহার অংশ গ্রহণ করিতে বলিলে তিনি তাহা গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিয়া বলিলেন, আমি রসূল করীমের (সাঃ) সহিত ওয়াদা করিয়াছিলাম যে, আমি সর্বদাই নিজ হস্তোপার্জিত দ্রব্য খাইব। অতএব এই ওয়াদার কারণে আমি অদ্য আপনার নিকট হইতে অযিফা গ্রহণ করিতে পারি না। হযরত আবুবকর তাঁহাকে বলিলেন, ইহা তোমার প্রাপ্য, ইহা গ্রহণ করিতে কোন আপত্তি নাই।" তদুত্তরে তিনি বলিলেন, "প্রাপ্যই হউক আর যাহাই হউক আমি রসূলে করীমের (সাঃ) নিকট

প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম যে, পরিশ্রম না করিয়া কোন জিনিস গ্রহণ করিব না, আমি মৃত্যু পর্যন্ত এই প্রতিজ্ঞা পালন করিতে বাসনা রাখি; অতএব এই ধন আমি গ্রহণ করিতে পারি না।" দ্বিতীয় বৎসর পুনরায় হযরত আবুবকর তাঁহাকে ডাকাইয়া বলিলেন, তোমার অংশ তুমি নিয়া যাও; কিন্তু তিনি পূর্বের মতই উত্তর করিলেন। হযরত আবুবকর (রাঃ) পুনরায় তৃতীয় বৎসর তাঁহার অংশ তাঁহাকে দিতে চাহিলেন, কিন্তু তিনি পূর্বের ন্যায়ই অস্বীকার করিলেন। হযরত আবুবকরের (রাঃ) মৃত্যুর পর হযরত ওমর (রাঃ) তাঁহাকে একবার ডাকাইয়া আনিয়া তাঁহাকে তাঁহার অংশ গ্রহণ করিতে বারবার অনুরোধ করিলেন, কিন্তু কিছুতেই তিনি তাহা গ্রহণ করিলেন না। অবশেষে হযরত ওমর (রাঃ) সমবেত সকল মুসলমানগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, হে মুসলমানগণ! আমি খোদাতা'লার নিকট দায়িত্ব মুক্ত হইলাম, আমি তাঁহার অংশ তাঁহাকে দিতে চাহিতেছি কিন্তু তিনি নিজেই তাহা গ্রহণ করিতেছেন না।

এই সাহাবা (রাঃ) সম্বন্ধেই উল্লেখ আছে যে, এক যুদ্ধে তিনি অশ্বারোহী ছিলেন; হঠাৎ তাঁহার হস্ত হইতে চাবুক পড়িয়া যায়। তখন অপর এক পদাতিক তাড়াতাড়ি তাহা উঠাইয়া তাঁহাকে দিতে চাহিলে তিনি বলিলেন, "হে মানব! আমি তোমাকে খোদার দিব্য দিয়া বলিতেছি, তুমি ইহাকে স্পর্শ করিবে না; কারণ আমি হযরত রসূলে করীমের (সাঃ) সহিত প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম যে, কাহারো নিকট হইতে কখনো কিছু চাহিব না এবং নিজের কাজ নিজে করিব।" এই কথা বলিয়া তিনি যুদ্ধ কালেই অশ্ব-পৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করিলেন, এবং চাবুক লইয়া পুনরায় অশ্ব-পৃষ্ঠে আরোহণ করিলেন।

অতএব, মানুষকে বুঝান উচিত যে, চাহিয়া বা ভিক্ষা করিয়া খাওয়া বড় অন্যায়। আমাদের এই কথায় কোন কোন অজ্ঞ ব্যক্তি বলিয়া থাকে যে, আমরা দরিদ্রকে সাহায্য করিতে পরাঙ্মুখ। কিন্তু এখানে পরাঙ্মুখ হওয়ার কোন কথা নয়। আমাদের নিকট তো কোন রাজত্ব নাইযে, লোকদের নিকট হইতে জোর করিয়া টাকা আদায় করিয়া গরীবদের মধ্যে বিতরণ করিব। এই জন্যই তো পূর্ববর্তী খলীফাগণের (রাঃ) প্রতি যে দায়িত্ব অর্পিত ছিল তাহা আমাদের উপর অর্পিত হয় নাই। পূর্ববর্তী খলীফাগণের (রাঃ) নিকট আইনানুসারে টাকা আসিত কিন্তু আমাদের নিকট সেরূপভাবে টাকা আসে না। অতএব আমরা ধন বিতরণে সাবধানতা অবলম্বন করিতে বাধ্য।

জামা'তের টাকা প্রচার কার্যে ব্যয় হউক বা গরীবের সাহায্যার্থে খরচ হউক তাহাতে আমার কোন ব্যক্তিগত স্বার্থ নাই। সিলসিলার সমস্ত টাকাই এক গরীব ব্যক্তির সাহায্যার্থে খরচ হইলে যদি ইসলামের মঙ্গল হয় তবে তাহাতে আমার কোন আপত্তি করিবার কিছু নাই। এইরূপ উপদেশ দানের তো আমার উদ্দেশ্য কেবল জামা'তের লোকদের নৈতিক চরিত্র উন্নত করা, তাহাদের মধ্যে আত্ম-সম্মান বোধ সৃষ্টি করা, যেন তাহারা উপলব্ধি

করিতে পারে যে, আল্লাহ্‌তা'লা তাহাদিগকে যে মর্যাদা প্রদান করিয়াছেন এবং তাহারা যেন সেই মর্যাদার মূল্য বুঝে এবং উহার অবমাননা না করে। এই ভাবই আমি জামা'তে সৃষ্টি করিতে চাই এবং হযরত রসূল করীমও (সাঃ) এই শিক্ষাই দান করিয়া গিয়াছেন।

বস্তুতঃ এই উপদেশ দানে আমার ব্যক্তিগত স্বার্থ কিছুই নাই। হাঁ, এতটুকু স্বার্থ আছে যে, আমি জামা'তের চরিত্র অতি উন্নত করিতে চাই এবং জামা'তকে অপরের নিকট চাহিবার অভ্যাস ত্যাগ করাইতে চাই। অতএব, প্রেসিডেন্ট ও সেক্রেটারীগণের উচিত যে, বন্ধুগণকে এই বিষয়টি অতি উত্তমরূপে বুঝাইয়া দেন। এই বিষয়টি ভাল করিয়া না বুঝাইবার কারণেই কাদিয়ানে অনেক পুরুষ ও স্ত্রীলোকের হাত পাতিবার ও কাজ না করিয়া চাহিয়া খাইবার অভ্যাস হইয়া গিয়াছে।

প্রত্যেকের কাজ করিয়া খাওয়ার অভ্যাস গঠন করা উচিত। ইসলাম এই অভ্যাসটি গঠন করিতে চায়। অবশ্য কাজ পাওয়া না গেলে কাজ সংগ্রহ করিয়া দেওয়া প্রেসিডেন্ট ও সেক্রেটারীগণের কর্তব্য। কিন্তু কাজ পাওয়া গেলে তাহা করিতে কোন ওজর-আপত্তি করা উচিত নয়।

অতএব কাজ সংগ্রহ করিয়া দেওয়া আমাদের কাজ। অবশ্য আমাদের হাতে রাজত্ব না থাকায় আমরা এই কর্তব্য উত্তমরূপে সমাধা করিতে পারিতেছি না। কিন্তু তথাপি কাজ সংগ্রহ করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করা আমাদের কর্তব্য।

আমি পূর্বে বলিয়াছি যে, 'লাজনা' স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে এই দিক দিয়া বেশ কাজ করিতেছে। আর আমার ইচ্ছা এই যে, ধীরে ধীরে 'খোদ্দামুল আহমদীয়া' সমিতি যেন এই কার্য প্রোগ্রামভুক্ত করিয়া লয় এবং বেকার লোকদের জন্য কাজ সংগ্রহ করিয়া দেওয়া আপন কর্তব্য জ্ঞান করে। বস্তুতঃ ইহা অতি কঠিন বোধ হয়। কিন্তু বুদ্ধির সহিত কাজ করিলে এবং চিন্তা করিতে অভ্যস্ত হইলে এরূপ অনেক পরিকল্পনা উদ্ভাসিত হইবে যাহাতে বেকারগণকে কাজে লাগান যাইবে। বেকার লোকগণ কাজে লাগিলে কেবল যে তাহাদের নিজেদেরই উপকার হইবে তাহা নহে, বরং সিলসিলারও আর্থিক উপকার হইবে, কারণ তাহারা চাঁদা দিবে আর এইরূপে সিলসিলা সুদৃঢ় হইবে।

সুতরাং ইহা এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং জামা'তের প্রেসিডেন্ট, সেক্রেটারী ও খোদ্দামুল আহমদীয়ার সদস্যগণকে এ বিষয়ের প্রতি মনোযোগী হওয়া উচিত। খোদ্দামুল আহমদীয়ার সদস্যগণের উচিত তাহারা যেন এক প্রোগ্রাম প্রস্তুত করিয়া তদনুযায়ী কাজ করে। চিন্তা-ভাবনা না করিয়া এমনি কাজ করায় কোন ফল হয় না। অবশ্য তাহারা এখনো হাতে কাজ করে

কিন্তু কোন প্রোগ্রাম অনুযায়ী করে না। অথচ উচিত যে, বাজেট যেভাবে প্রস্তুত করা হয় সেইভাবে তাহাদের কার্য ও পরিকল্পনা যেন সবিস্তারে প্রস্তুত করিয়া লয়। যথা—কোন নির্দ্দিষ্ট কর্মসূচী ছাড়া বিশৃংখলভাবে কাজ করার চেয়ে কোন একটি রাস্তা নিজ কর্মসূচী ভুক্ত করিয়া তাহা মেরামত করা বা এরূপ অপর কোন কাজ হাতে লওয়া এবং এক নির্দ্দিষ্ট কালের মধ্যে তাহা এরূপ সুসম্পন্ন করা যেন তাহাতে কোন ত্রুটি না থাকে। তাহা হইলে ইহা অধিকতর ফলপ্রদ হইবে।

সুতরাং খোদ্দামুল আহমদীয়া সমিতির প্রতি প্রথম উপদেশ এই যে, কোন একটি কার্য আরম্ভ করিয়া তাহা এরূপভাবে সম্পন্ন করা চাই যেন তাহাতে কোন ত্রুটি না থাকে। দ্বিতীয় উপদেশ এই যে, কেবল নিজেরাই কাজ না করিয়া কোন কোন দিন সাধারণভাবে ঘোষণা করতঃ জামাতের বাকী বন্ধুগণকে ইহাতে শামেল করা উচিত, বরং আমাকেও কাজ করিবার জন্য ডাকা উচিত। হাতে কাজ করা যদি পুণ্য কাজ হইয়া থাকে তবে অপরকে উপদেশ দিয়া নিজে এই পুণ্য কাজে শামেল না হওয়ার কারণ কি? অন্যকে করিতে বলিয়া নিজে না করা তো কপটতা। অবশ্য যদি আমরা অপেক্ষাকৃত অধিকতর জরুরী হিতকর কোন কাজে ব্যস্ত থাকি তবে অবশ্য ইহাতে যোগদান না করাতে কোন দোষ হইবে না। এরূপ কোন জরুরী কাজ না থাকিলে আমার মতে ছোট বড় সকলেরই ইহাতে যোগদান করা উচিত। আমার মতে প্রত্যেক মাস/দুইমাসে এক দিন জামাতের সকল বন্ধুকে তাহাদের কার্যে শামেল হওয়ার জন্য নিমন্ত্রণ করা উচিত এবং সেই দিনে প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত সারা দিন কাজ করা উচিত যেন তাহা ফলপ্রদ হয়। এইরূপে বৎসরে ছয় দিন কাজ করিলে সহস্র সহস্র টাকার কাজ করা যাইতে পারে। অতএব স্বহস্তে কাজ করার অভ্যাস কেবল খোদ্দামুল আহমদীয়ার সদস্যগণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ না রাখিয়া কোন কোন কাজে সমগ্র জামা'তকেই যোগদান করিতে সুযোগ দেওয়া উচিত। সেই দিন সৈন্যদলের ন্যায় আদেশ পাওয়া মাত্র প্রত্যেক মহল্লার লোক নিজ নিজ মহল্লার প্রেসিডেন্ট বা অন্য কোন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির নেতৃত্বাধীনে একত্রিত হইয়া কাজ করা উচিত।

অতঃপর হযরত আমীরুল মোমেনীন (রাঃ) কতিপয় জনহিতকর কার্যের উল্লেখ করিয়া বলেন, প্রত্যেক কার্যই এক নির্দ্দিষ্ট প্রোগ্রাম অনুযায়ী করা উচিত যেন তাহা সর্বদাই চোখের সামনে থাকে এবং তাহা সম্পাদনের কথা সর্বদা স্মরণ থাকে।

অতঃপর বলেন, বড়ই সংকটের দিন আসিতেছে। এখনই আত্ম-সংশোধনে মনোযোগী না হইলে আর সংশোধনের সময় পাওয়া যাইবে না। আল্লাহ্ তা'লা তৌফীক দিলে আগামী জুমুআয় আমি এ বিষয়টি বিশদ ভাবে বর্ণনা করিব। বর্তমানে কেবল এইটুকুই বলিতেছি যে, জগতে এক মহা ভয়ঙ্কর কাল আসিতেছে এবং যুদ্ধ বিগ্রহের

আশঙ্কা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। হইতে পারে যে, এই বৎসরের মধ্যেই এরূপ কোন ভয়ঙ্কর যুদ্ধ আরম্ভ হইবে যাহাতে জগতের লোক সংখ্যা অর্ধেক হইতেও কমিয়া যাইবে। ধ্বংস সাধনের এরূপ যন্ত্রাদি আবিষ্কৃত হইয়াছে যে তৎ-শ্রবণে বিস্মিত হইতে হয়। এরূপ উড়ো জাহাজ আবিষ্কৃত হইয়াছে যাহা ঘন্টায় সাড়ে চারিশত মাইল ভ্রমণ করিতে পারে। ভারতবর্ষ জার্মানী হইতে সাড়ে পাঁচ হাজার মাইল দূরে। ঘন্টায় চারশত মাইল ভ্রমণকারী উড়ো জাহাজ জার্মানী হইতে রওয়ানা হইয়া চৌদ্দ ঘন্টায় ভারতবাসীকে ধ্বংস করিতে পারে। এখন তো জার্মানী হইতে রওয়ানা হইবার আবশ্যকই নাই। জার্মানী ইটালীর সহিত মিলিত হইয়াছে এবং আবিসিনিয়া ইটালীর হস্তগত। আবিসিনিয়া হইতে ভারতবর্ষ দুই হাজার মাইল মাত্র। পাঁচ ঘন্টার মধ্যে এক উড়ো জাহাজ আবিসিনিয়া হইতে ভারতে আসিয়া পাঁচ ঘন্টা গোলা বর্ষণ করিয়া ইহার চালক সান্ধ্য ভোজন আবিসিনিয়ায় যাইয়া করিতে পারে।

বস্তুতঃ যুদ্ধের এরূপ ভয়ঙ্কর আয়োজন হইয়াছে যে, তাহা শ্রবণ করিলে অবাক হইতে হয়। অবশ্য এখন তাহারা সেগুলো প্রকাশ করিলে শত্রুপক্ষ তাহার প্রতিকার আবিষ্কার করিয়া ফেলিবে। অতএব এই সকল যুদ্ধায়োজন এখন তাহারা লুক্কায়িত রাখিয়াছে এবং ভিতরে ভিতরে আরো অধিক আয়োজন করিতেছে। কোন কোন ইঞ্জিনিয়ার তো দাবী করে যে, তাহারা এরূপ এক প্রকার যন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছে যে, এক বিশেষ প্রকার কিরণের সাহায্যে দুই হাজার মাইল দূর হইতে শহরগুলি দৃষ্ট হইবে এবং তাহারা সহস্র সহস্র মাইল দূর হইতেই বিদ্যুৎ নিক্ষেপ করিয়া সেই সকল শহরকে ধ্বংস করিতে পারিবে। এরূপ ভয়ঙ্কর সময়ে কোন ব্যক্তির পক্ষে চুপ চাপ বসিয়া থাকা বড়ই বেকুফী হইবে। অতএব প্রত্যেকেরই এই ভীষণ কাল আসিবার পূর্বেই সাবধান হওয়া উচিত।

পাঞ্জাব গভর্নমেন্টের কতিপয় কর্মচারীর সহিত আমাদের বিগত কয়েক বৎসরের বিরোধের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া আমাদের জামা'ত ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের সহযোগিতা করিবে কি না কোন কোন বন্ধু তাহা জানিতে চাহিয়াছেন। এ সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে, ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের সহিত আমাদের কোন ঝগড়া ছিল না এবং পাঞ্জাব গভর্নমেন্টের কতিপয় অজ্ঞ কর্মচারী বরং ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের কতিপয় শত্রু কর্মচারীর সহিতই আমাদের ঝগড়া ছিল। অতএব যুদ্ধ আরম্ভ হইলে (অবশ্য আমরা প্রার্থনা করি যেন আল্লাহ্‌তা'লা জগতকে এই ভীষণ পরিণাম হইতে রক্ষা করেন) আমাদের পূর্ণ সহযোগীতা ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের সহিত হইবে। ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের সহিত আমাদের কোন ঝগড়া নাই। বরং পাঞ্জাব গভর্নমেন্টের কতিপয় কর্মচারীর সহিত যখন আমাদের ঝগড়া আরম্ভ হয় তখন ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট আমাদের সাহায্যে জোর দেন এবং পাঞ্জাব গভর্নমেন্টকে লেখেন যেন আহমদীয়া জামা'তের অভি-যোগগুলির প্রতিকার করা হয়। ইংল্যাণ্ডে আমাদের যেই প্রচারক আছেন তিনিও অভি

শান্তির সহিত তথায় প্রচার কার্য চালাইতেছেন, সরকারের পক্ষ হইতে তথায় তাঁহার কোন অসুবিধা হয় নাই। অতএব এরূপ অবস্থায় কোন এক শ্রেণীর ঝগড়ার অজুহাতে আমরা ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের সহিত অসহযোগ করিতে পারি না। সুতরাং যুদ্ধ আরম্ভ হইলে আমরা বিটিশ গভর্নমেন্টের সহিত পূর্ণ সহযোগিতা করিব।

পাঞ্জাব গভর্নমেন্টের কতিপয় কর্মচারীর সহিত ঝগড়ার কারণে আমরা সেই মহা উপকার-সমূহ উপেক্ষা করিতে পারি না যাহা ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের অধীনস্থ লোকগণ লাভ করিয়া থাকে। আমার বিশ্বাস যুদ্ধ আরম্ভ হইলে এবং ব্রিটিশের হাত হইতে ভারতের রাজদণ্ড চলিয়া যাওয়ার উপক্রম হইলে কংগ্রেস ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের সহিত সহযোগিতা করিতে বাধ্য হইবে। বস্তুতঃ ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, যদি অপর জাতির অধীনই থাকিতে হয় তবে ইংরাজ জাতির অধীনে থাকা আমাদের দেশের জন্য অধিকতর মঙ্গল কর।

কিন্তু স্মরণ রাখিতে হইবে যে, আমাদের জামা'ত এক আন্তর্জাতিক জামা'ত। কিছু ইটালীর অধীন, কিছু জার্মানীর অধীন, কিছু আমেরিকার অধীন, কিছু ব্রিটিশের অধীন। অতএব আমার এই ঘোষণা কেবল ব্রিটিশের অধীনস্থ ভ্রাতাগণ সম্পর্কে। ব্রিটিশের অধীনস্থ সকল আহমদী ভ্রাতাগণই ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের সাহায্য করিবেন, এবং সকল প্রকার ত্যাগ স্বীকার করিয়া নিজদিগকে উত্তম নাগরিক বলিয়া প্রতিপন্ন করিবেন।

এরূপ বহু দেশ আছে যথায় তবলীগের পথে কঠোর প্রতিবন্ধকতা রহিয়াছে। একমাত্র ব্রিটিশ গভর্নমেন্টই 'তবলীগে' কোন বাধা নাই। এখানে এক হিন্দুও স্বাধীনভাবে 'তবলীগ' বা নিজ ধর্মমত প্রচার করিতে পারে, এক খৃষ্টানও স্বাধীনভাবে 'তবলীগ' করিতে পারে, এক শিখও স্বাধীনভাবে 'তবলীগ' করিতে পারে এবং এক মুসলমানও স্বাধীনভাবে 'তবলীগ' করিতে পারে। সুতরাং ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট যেহেতু তবলীগের পথ উন্মুক্ত—এবং ধর্ম সম্প্রদায়ের জন্য ইহা এক মহা কল্যাণ—অতএব বিপদে ইহাকে যথাসাধ্য সাহায্য করা আমাদের কর্তব্য।

কেহ কেহ বলিয়া থাকে যে, আহমদীয়া জামা'তের সহিত ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের বিশেষ খাতির রহিয়াছে ইহা সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা। কেহই ইহা প্রমাণ করিতে পারিবে না যে, আমরা এই গভর্ণমেন্টের অধীনে হিন্দু, শিখ, খৃষ্টান এবং অন্যান্য ধর্মাবলম্বীগণ হইতে অধিক কোন উপকার পাইতেছি। অন্যান্য এবং আমাদের মধ্যে প্রভেদ শুধু এই যে, আমাদের মধ্যে খোদাতা'লা কৃতজ্ঞতার ভাব রাখিয়াছেন এবং তাহাদের মধ্যে সেটুকুর অভাব।

মোটের উপর, ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট আমাদিগকে অবাধে ধর্ম প্রচারের অনুমতি দিয়াছে এবং ধর্ম সম্প্রদায় হিসাবে এই অনুমতি আমাদের জন্য এক মহাশীষ। অতএব সকল

প্রকার কুরবানী করিয়াও আমরা এই গভর্নমেন্টের সহযোগিতা করিব, যেন আমাদের এই প্রচার স্বাধীনতা অক্ষুন্ন থাকে। এই যুদ্ধ যদি আমার জীবদ্দশায় হয় তবে নিশ্চয়ই আমি আমার সর্ম্পূর্ণ শক্তি প্রয়োগ করিয়া চেষ্টা করিব যেন আহমদীয়া জামা'ত এই রাষ্ট্রের হেফাযতের জন্য যথাসম্ভব কুরবানী করে এবং তবলীগে বর্তমানে যে শান্তি ও নিরাপত্তা আমরা ভোগ করিতেছি তাহা বিনষ্ট হইতে না পারে।

আমরা ইংরেজ গভর্নমেন্টের এজেন্ট নহি। আমরা ইংরাজ গভর্নমেন্টের এজেন্ট কেমন করিয়া হইব? আমাদের লোক তো ইটালীতে আছে, আমেরিকাতেও আছে, চীনেও আছে জাপানেও আছে, মিসরেও আছে, পেলেষ্টাইনেও আছে, এবং প্রত্যেক জায়গার আহমদী স্থানীয় গভর্নমেন্টের সহিত পুর্ণ সহযোগিতা করে এবং তাহাদের আইনানুবর্তিতা ও আনুগত্য করে যেমন আমরা এখানে ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের আনুগত্য করি। আমরা ইহা কখনো পসন্দ করি না যে, জার্মানবাসী আহমদীগণ জার্মান গভর্নমেন্টের বিশ্বাসঘাতকতা করিবে বা ইটালীবাসী আহমদীগণ ইটালী গভর্নমেন্টের বিশ্বাসঘাতকতা করিবে, বা আমেরিকাবাসী আহমদীগণ আমেরিকার সরকারের বিশ্বাসঘাতকতা করিবে। আমরা প্রত্যেক জায়গায় আহমদীদিগকে নিজ নিজ স্থানের সরকারে আনুগত্য করিতে উপদেশ দেই।

সুতরাং আমরা ইংরেজের এজেন্ট নই, বরং আমরা আমাদের ধর্মের শিক্ষানুসারে, যখন যে সরকারের অধীন আমরা থাকি সেই সরকারের আইন মান্য করিতে ও পুর্ণ আনুগত্য করিতে বাধ্য—সেই সরকার ইংরাজেরই হউক, আর জার্মানীরই হউক বা ইটালীরই হউক।

পাঞ্জাব গভর্নমেন্টের কতিপয় কর্মচারীর সহিত যখন আমাদের মনোমালিন্য হয় তখন আমি ঘোষণা করিয়াছিলাম যে, যখন গভর্নমেন্টের কোন বিপদের সময় আসিবে তখন আমরা দেখাইব যে, গভর্নমেন্টের সহিত আমাদের সহযোগিতা করিবার যে নীতি তাহা লোকদেখানো নয় বা পার্থিব কোন স্বার্থের জন্য নয় বরং হযরত মসীহ মাওউদের (আঃ) শিক্ষানুসারে আমরা গভর্নমেন্টের আনুগত্য করি। বর্তমানে যেহেতু বিপদের আশংকা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে এবং শীঘ্রই কোন যুদ্ধ বাধিবার সম্ভাবনা হইয়াছে সেই জন্য আমি আমার ১৯৩৪ সনের ঘোষণানুযায়ী পুনরায় ব্যক্ত করিয়া বলিতেছি যে, এই যুদ্ধে আমরা ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের অধীনস্থ আহমদীগণ ব্রিটিশ সরকারের সহিত সহযোগিতা করিব এবং আমরা আমাদের কার্য দ্বারা জামা'তের নিকট ইহা প্রতিপন্ন করিব যে, ব্রিটিশ সরকারের সহিত সহযোগিতা আমরা খোশামোদ বা লালসার বশবর্তী হইয়া করি না বরং ধর্মের শিক্ষানুযায়ী করিয়া থাকি, কারণ বর্তমানে পাঞ্জাবে —এই সরকারের প্রতিনিধিগণ আমাদের সহিত অতি হীন ও নীচু ব্যবহার করিয়াছে। ইহার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া আমরা যদি সরকারের সহিত শত্রুতাও করি তবু দুনিয়ার কোন আপত্তি আমাদের প্রতি হইতে পারে না।

কিন্তু আমরা প্রমাণ করিতে চাই যে, সরকারের ভদ্র এবং সাধু কর্মচারীগণ যখন আমাদিগকে লোকের যুলুম হইতে রক্ষা করিয়াছিল তখনো আমরা সরকারের আনুগত্য করিয়াছি এবং এখনো আনুগত্য করিতেছি যখন সরকারের কতিপয় কর্মচারী আমাদিগকে আমাদের ধর্মের কেন্দ্রস্থলে বিরক্ত করিয়াছে এবং চতুর্দিক হইতে আমাদের শত্রুগণকে একত্রিত করিয়া আমাদের উপর আক্রমণ চালাইয়াছে এবং আপন শক্তি ও প্রভাব দ্বারা আমাদিগকে নির্মূল করিতে প্রয়াস পাইয়াছে। আমরা ইহা প্রমাণিত করিতে চাই, এবং ইনশাআল্লাহ্ প্রমাণ করিব যে, আমাদের এই ব্যবহার কোন পার্থিব স্বার্থের জন্য নয়, বরং উচ্চ নীতি ও ধর্মের অনুসরণের কারণে।

কিন্তু ইহার অর্থ এই নয় যে, আমরা আমাদের ন্যায্য দাবী ভুলিয়া যাইব। স্থানীয় কর্মচারীগণ তাহাদের মন্দ ব্যবহার পরিত্যাগ না করিলে আমি আহমদীয়াতের গৌরব রক্ষার্থে তাহাদের সহিত সর্বদা লড়াই করিতে থাকিব এবং আহমদীয়াতের গৌরব প্রতিষ্ঠা না করা পর্যন্ত তাহাদের সহিত সন্ধি করিব না; কেননা আমার নিকট আহমদীয়া জামা'তের গৌরব ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের গৌরব অপেক্ষা অনেক অধিক। যে কর্মচারী মনে করে যে, নিজ শক্তিবলে আহমদীয়া জামা'তকে ভয় প্রদর্শন করিবে সে কর্মচারীকে একদিন লজ্জিত হইয়া নিজ অপরাধ স্বীকার করিতে হইবে। আমি এহ্সানের সহিত প্রতিশোধ লইব এবং তাহাদের জাতি দ্বারা তাহাদিগকে তিরস্কৃত করাইয়া ছাড়িব, ইনশাআল্লাহ।

ولا حول ولا قوة إلا بالله الذي هو موفقي ومؤيدي وناصري

(৩২ পাতার পর)

রমযানের রোযা। সেখানে গিয়ে তাদের ব্যবহারে আমি এত আকৃষ্ট হয়ে যাই যে, শত বিপদ সত্ত্বেও সন্ধ্যায় সবার সাথে এক কাতারে নামায আদায় করি। রাতে হোষ্টেলে শুয়ে আছি এমতাবস্থায় কে যেন সহযোগিতার হস্ত সম্প্রসারিত করল আহমদীয়াত গ্রহণ করতে। ১২/৩/৯২ইং সকালে উঠেই ৪নং বকশী বাজারে গেলাম। মাওলানা আব্দুল আওয়াল খান সাহেবের হাতে বয়াত করে শান্ত দেহ-মনে বাড়ী ফিরে এলাম। এখন আর মনটা তেমন উশৃংখলতা প্রদর্শন করে না।

আমি নতুন আহমদী বিধায় কুরআন শরীফ ও হাদীসে রসূলের জ্ঞান তত ভালভাবে রপ্ত করতে পারি নি। তাই বিপক্ষবাদীদের আপত্তি খণ্ডন করতে বেগ পেতে হয়। বন্ধুদের নিকট দোয়ার আবেদন আল্লাহ্তা'লা স্বয়ং যেন আমাকে জ্ঞান দান করেন ও খাঁটি মুসলমান হয়ে মৃত্যু বরণ করার তৌফীক দেন।

সত্যের বিরোধিতা ও তার পরিণাম

আলহাজ্জ আহমদ সেলবর্ষী

ধর্মের ইতিহাস পাঠ করে দেখুন, এমন একজন নবী রসূলের নামও পাবেন না যাকে নিয়ে সমসাময়িক সমাজপতি ধর্ম গুরু এবং তাদের চেলারা হাসি বিদ্রূপ না করেছে অথবা যার বিরুদ্ধে হত্যার প্রচেষ্টা না চালিয়েছে। প্রেরিত পুরুষের প্রতিষ্ঠিত জামা'ত বা মণ্ডলীকে ধ্বংস করে ফেলার জন্য ঐ সব ধর্মান্ধ বিরুদ্ধবাদীরা কোন প্রকার চেষ্টার ত্রুটি করেন নি। মিথ্যা অভিযোগ এনে আইনের ফাঁকে নবীর দুর্বল জামা'তকে নানাভাবে নির্যাতন করেছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সকল অগ্নি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে আল্লাহ্‌র মনোনীতরা জয়-যুক্ত হয়ে বিশ্ব সংসারে সম্মানের আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। প্রতাপশালী বিরুদ্ধবাদীরা আল্লাহ্‌র গযবে পতিত হয়ে ব্যর্থতা নিয়ে এই জগৎ থেকে বিদায় নিয়েছে। ইতিহাসে এদের নাম কলঙ্কের কালিমায় অভিশপ্তরূপে চিহ্নিত হয়ে আছে। আল্লাহতা'লা বলেছেন, 'ইয়া হাসরাতান আলাল ইবাদ, মা ইয়াতিহিম মির রাসূলীন ইল্লা কানু বিহি ইয়াসতাহ-জিউন,—আফসোস, আমার বান্দাদের জন্য, আমি এমন কোন রসূল পাঠাই নি যাকে নিয়ে তারা হাসি বিদ্রূপ না করেছে বা তাদেরকে অপমান না করেছে (কুরআন)। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই কথাটিকে এভাবে বর্ণনা করার চেষ্টা করেছেন,—

ভগবান তুমি যুগে যুগে দূত
পাঠায়েছ বারে বারে দয়াহীন সংসারে।
তারা বলে গেলো ক্ষমা কর সবে,
বলে গেলো ভালবাসো,
অন্তর হতে বিদ্বেষ বিষ নাশো।
বরণীয় তারা স্মরণীয় তারা
তবু বাহির দ্বারে—
আজি দুর্দিনে ফিরানু তাদের
ব্যর্থ নমস্কারে।

হাঁ, যুগে যুগে আগত ঐশী দূতেরা মানব জাতির জন্য মুক্তির বাণী, কল্যাণের বাণী নিয়ে এসেছেন। কিন্তু অতীতে এবং আজও অধিকাংশ মানুষ তাঁদেরকে গ্রহণ ও বরণ করতে ব্যর্থ হয়েছে। অকৃতজ্ঞ মানুষ যুগ-নবীকে 'ব্যর্থ নমস্কারে' ফিরিয়ে দিলেও নবী এবং নবীর জামা'ত কখনও ব্যর্থ হয়নি। ব্যর্থ হয়েছে অস্বীকারকারী, অত্যাচারী, খোদাদ্রোহী, অহং-কারী মানবরূপী দানবেরা। তাই দেখতে পাই আদম জয়ী হয়েছেন আর ব্যর্থ হয়েছে ইবলিস। ইব্রাহীম সার্থক হয়েছেন আর ধ্বংস হয়েছে প্রতাপশালী নমরুদ! মূসা বিজয়ী

হয়েছেন আর ডুবে মরেছে অহংকারী ফেরাউন। ঈসা নবী জয় যুক্ত হয়েছেন, বিনষ্ট হয়েছে সিজারের বিশাল রাজত্ব। মহানবী বিশ্ব নবী পরিণামে সফল হয়েছেন। অপর দিকে পারভেজ খসরু, আবু লাহাব, আবু জাহল প্রভৃতি বিনষ্ট হয়েছে, ব্যর্থতা নিয়ে খালি হাতে জগৎ থেকে বিদায় নিয়েছে। নবীদের বিরুদ্ধবাদীদের আজ কোন বংশধর নেই। তাদের অনুসারী বলে কোন দাবীদার নেই। বর্তমানে যারা ইবলিস, সাদ্দাদ, নমরুদ, ফেরাউন, আবু জাহল, আবু লাহাবের মত সত্যের বিরোধিতা করে তারাও ঐ সব পূর্ববর্তী নবীর শত্রুদেরকে ভ্রান্ত এবং অভিশপ্ত জ্ঞান করে। ওদের নাম উচ্চারিত হলে লানত বর্ষণ করে। অপরদিকে নবীরা সবাই মানুষের হৃদয়ে শ্রদ্ধার আসনে আসীন। সারা জগৎ আজ তাদের স্তুতি কীর্তন করে, দরূদ পাঠ করে।

অতীতের ঘটনাবলী রেখে উনবিংশ এবং বিংশ শতাব্দীর দিকে লক্ষ্য করলেও দেখতে পাব যে, যারা যখনই খোদা প্রেরিত পুরুষের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে তারাই ব্যর্থ হয়েছে অথবা ধ্বংস প্রাপ্ত হয়েছে।

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ) ইমাম মাহদী হওয়ার দাবী করেন এবং তাঁর দাবীর পক্ষে বহু দলীল প্রমাণ এবং নিদর্শনাবলী প্রদর্শন করেন। কিন্তু সুন্নত অনুযায়ী তাঁর বিরোধিতা শুরু হয়। এই বিরোধিতা তাঁর যুগ থেকে শুরু হয়ে আজ পর্যন্ত ক্রমাগতভাবে চলছে। অপরদিকে বিরুদ্ধবাদীদের সকল অপচেষ্টা সত্বেও ইমাম মাহদী (আঃ) প্রতিষ্ঠিত আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত পৃথিবীর একশত সাতাশটি দেশে হাজার হাজার শাখায় বিস্তার লাভ করে ক্রমশঃ উন্নতি লাভ করছে। লক্ষ কোটি মানুষ ইমাম মাহ্দীকে (আঃ) গ্রহণ ও বরণ করে তাঁর প্রতি দরূদ (আলায়হেস সালাম) পাঠ করছে। আর যারা ইমাম মাহদী বা তাঁর জামা'তকে উৎখাত করার জন্য দণ্ডায়মান হয়েছিল তারা আল্লাহ্‌র গযবে নিপতিত হয়ে তাদের কর্মানুযায়ী প্রতিফল লাভ করেছে। এখানে নমুনা স্বরূপ মাত্র কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করা হল :

কাদিয়ানের নিকটবর্তী একটি শহরের নাম বাটালা। এই বাটালায় একজন জাঁদরেল মৌলানা ছিলেন। নাম মোহাম্মদ হোসেন। এই মৌলানা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ)-এর বিরুদ্ধে কুফরী ফতওয়া সংগ্রহ করে সমগ্র ভারতে প্রচার করেন। ইনি ঘোষণা করেন যে, তিনি ইমাম মাহ্দী হওয়ার দাবীদার মির্যা সাহেবের নাম নিশানা পৃথিবীর বুক থেকে মিটিয়ে ফেলবেন। পরবর্তীতে এই মৌলানা কুফরী ফতওয়ার বোঝা নিয়ে মৃত্যু বরণ করেন। আজ তার কবরের চিহ্ন পর্যন্ত নেই। বাটালার কোন লোকই আজ তার নাম জানে না।

লুধিয়ানায় এক ব্যক্তি ছিল সাদউল্লাহ। ঐ ব্যক্তি জঘন্য ভাষায় ইমাম মাহ্দীকে (আঃ) গালিগালাজ করত। বলত মির্যা সাহেব অপুত্রক অবস্থায় মৃত্যু বরণ করবেন। কিন্তু পরি-

পামে ঐ সাদউল্লাই নির্বংশ হয়ে গেল। খৃষ্টান আলেকজাণ্ডার ডুই এবং আর্য সমাজী পণ্ডিত লেখরাম তাঁর মোকাবেলা করে মৃত্যু বরণ করে। আহ্‌মদী জামা'তের বিরুদ্ধাচরণ করে সানাউল্লাহ অমৃতসরী, আতাউল্লাহ শাহ বোখারী ব্যর্থতা নিয়ে এই জগৎ থেকে বিদায় নেয়। অমৃতসরীর একমাত্র পুত্রকে তার সম্মুখে যবহ করা হয়। তার পাঠাগার সহ বাড়ী ঘর পোড়াইয়া ছাঁই করা হয়। বাদশাহ ফয়সাল আহ্‌মদীদের জন্য হজ্জ বন্ধ করে আপন ভাতিজার হাতে নিহত হন। পাকিস্তান সৃষ্টির পর মৌলানা মৌদুদী আহ্‌মদীদের বিরুদ্ধে মোখালেফাতের আগুন প্রজ্জলিত করেন। আদালতে এই জন্য তার ফাঁসীর হুকুম হয়। কিন্তু রাজনৈতিক কারণে তাকে ছেড়ে দেয়া হয়। আজ মৌদুদী নেই। মৌদুদীর জামাত দেশ-বিদেশের সাহায্য নিয়ে অগণিত টাকা খরচ করেও পাকিস্তানে ক্ষমতা দখল করতে পারল না। মৌদুদীর পুত্র ফারুক মৌদুদী এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, "জামা'তে ইসলাম ক্রমাগতভাবে মিথ্যা বলে যাচ্ছে (মাসিক পাকাশিয়া, করাচী, সেপ্টেম্বর, ১৯৯১)। একেই বলে আদর্শের মৃত্যু। মৌলানা মৌদুদী আহ্‌মদীদের বিরুদ্ধে কুফরী ফতওয়া দিতেন। আজ তার এবং তার জামা'তের বিরুদ্ধেও কুফরী ফতওয়া প্রদান করা হচ্ছে।

আহ্‌মদী জামা'তের বিরোধিতা করে পাকিস্তানের মোল্লারা ব্যর্থ হয়ে সরকারের সাহায্য প্রার্থনা করে। তারা জুলফিকার আলী ভুট্টোকে ক্ষমতায় টিকিয়ে রাখার লোভ দেখিয়ে আহ্‌মদী জামা'তের বিরুদ্ধে লাগিয়ে দেয়। ভুট্টো পার্লামেন্টে আহ্‌মদীদেরকে রাজনৈতিক ভাবে 'নট মুসলিম' ঘোষণা করেন। তাই ভুট্টো আল্লাহ্‌র শাস্তি এড়াতে পারেন নি। ফাঁসী কাষ্ঠে তাঁকে ঝুলতে হয়। এলেন জাঁদরেল একনায়ক জিয়াউল হক, শুরু হল আহ্‌মদীদের উপর অকথ্য নির্যাতন। আহ্‌মদীদেরকে হত্যা করা হল, মসজিদ ভাঙ্গা হল, জেল যুলুম চল্ল নির্বিবাদে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই জিয়াউল হক নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল শূন্যে। তার দেহের কোন অংশই পাওয়া গেল না। তার বাঁধান ছয়টি দাঁতকে মহাসমারোহে দাফন করা হল।

প্যকিস্তানের ঘটনাবলী নিয়ে আলোচনা করার উদ্দেশ্যে আজকের এই প্রবন্ধ নয়। আজকের এই প্রবন্ধে সম্প্রতি কালের বাংলাদেশের কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করতে চাই। পাকিস্তানের ঘটনাবলী দেখে সেখানকার অনেক মানুষ বুঝতে পেরেছে যে, আহ্‌মদী জামাতের বিরুদ্ধাচরণ যারাই করবে তারা ধ্বংস প্রাপ্ত হবে। বাংলাদেশে যেহেতু পাকিস্তানের মত ব্যাপক মোখালেফাত হয় নি তাই এখানকার মানুষ বিষয়টির ব্যাপারে এখনও সচেতন নয়। পাকিস্তানের একটি প্রসিদ্ধ পত্রিকা লিখেছে, "পাকিস্তানে সর্ব প্রথম জনাব দৌলতানা কাদিয়ানী সমস্যাকে উঠিয়ে ছিলেন। যার ফল এই হল যে, এর পর থেকে আজ পর্যন্ত তিনি ক্ষমতার আসন থেকে বঞ্চিত রয়ে গেলেন। এরপর জনাব আইয়ুব খান তার ক্ষমতার ডুবন্ত অবস্থায় এই সমস্যার সাহায্য নিতে চাইলেন। তিনি সংবাদপত্র, রেডিও ও টেলি-

ভিশনে মির্যাইয়তের সঙ্গে তার সম্পর্ক নেই বলে ঘোষণা ও প্রচার করলেন। ঐ সময়কার পশ্চিম পাকিস্তানের গভর্নর আমীর মোহাম্মদ খান মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর প্রসিদ্ধ পুস্তককে বাজেয়াপ্ত করেন; কিন্তু তিনি সফলকাম হলেন না। বরং অপমানিত হয়ে ক্ষমতা থেকে পৃথক হয়ে গেলেন (তার পুত্র তাকে হত্যা করে—লেখক)। অতঃপর ভুট্টো যিনি এবং যার পার্টি মির্যায়ীদের সাহায্য এবং সহায়তায় ক্ষমতাসীন হন, ইনিও তার ক্ষমতার ডুবন্ত বেলায় টিকে থাকার জন্য তার সুহৃদ মির্যায়ী জামা'তের ঘাড়ে আঘাত করলেন। আর এমন আঘাত যে ৯০ বৎসরের সমস্যা সমাধান করে ফেললেন। ভুট্টোর ধারণা ছিল এই সমস্যা সমাধানের ফলে তিনি পাকিস্তানী জনতার হৃদয় জয় করে ফেলেছেন, যার ফলে তিনি আজীবন পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রী থাকবেন। কিন্তু তার এই স্বপ্ন পূর্ণ হয় নি। এখন প্রেসিডেন্ট জেনারেল জিয়াউল হক সাহেব মির্যাইয়ত থেকে নিজেকে মুক্ত বলে স্পষ্ট ঘোষণা দিয়েছেন। আর মির্যায়ীদেরকে প্রধান প্রধান পদ থেকে সরিয়ে দেবার অঙ্গীকার করেছেন। কিন্তু অতীতকে সম্মুখে রেখে অন্তর কেঁপে উঠে। কেননা অতীতে এটি প্রমাণ হয়ে গেছে, যে ব্যক্তিই কাদিয়ানী সমস্যাকে উঠিয়েছে সে ক্ষমতা থেকে হাত ধৌত করেছে।" (দৈনিক 'জং' লাহোর, ১৩ই ডিসেম্বর, ১৯৮৩)। প্রশ্ন উঠেছে এর পিছনে কি কোন গায়বী হাত রয়েছে? (ঐ)

যারা নিজেদের বুদ্ধিকে খোদা জ্ঞান করে তারা হয়ত বলবে যে, এসব একসিডেন্ট মাত্র। ঐশী শক্তির সঙ্গে এসব ঘটনার কোন সম্পর্ক নাই। বিজ্ঞানের এই উন্নতির যুগে এহেন ঐশী শাস্তির কথা কোন ক্রমেই বিশ্বাস করা যায় না। তবে যারা কুরআন হাদীস জানেন, যারা ফেরাউন, নমরুদ, আবু লাহাব, আবু জাহল, উতবা ও ওলীদের পরিণতির কথা জানেন তারা কি করে এই সত্যকে অস্বীকার করবেন? অতীতের ঘটনাবলীকে খোদার গযব বলে স্বীকার করলে বর্তমান ঘটনাগুলিকেও ঐশী ক্রোধের ফল রূপে মেনে নিতেই হবে। একটিকে অস্বীকার করলে অপরটিকেও অস্বীকার করতে হবে। অন্যথায় উভয়টিকেই অস্বীকার করতে হবে। ধর্ম বিশ্বাসী কোন ব্যক্তিই এই সব ঐশী নিদর্শনকে কোন ক্রমেই অস্বীকার করতে পারে না।

আহমদী জামা'তের প্রতিষ্ঠাতার কাছে ইলহাম হয়েছিল, 'যে তোমাকে যেভাবে অপমান করতে চাইবে আমি তাকে সেইভাবে অপমান করব।' 'যারা তোমাকে লাঞ্ছিত করার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে আর তোমাকে ব্যর্থ করার চক্রান্ত করছে ওরা স্বয়ং ব্যর্থ হবে এবং ব্যর্থতা নিয়ে মৃত্যু বরণ করবে।' 'যে ব্যক্তি তোমার দিকে তীর চালাবে আমি সেই তীর দিয়েই তার ভবলীলা সাঙ্গ করে দেব।' 'ধৈর্য ধারণ কর, খোদা তোমার শত্রুদেরকে ধ্বংস করবেন' (তাযকেরা) আল্লাহ্ তা'লার এই সব প্রতিশ্রুতি অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণতা লাভ করেছে। পৃথিবীর যেখানেই যে ব্যক্তি আহমদী জামাতের প্রতিষ্ঠাতা এবং তাঁর জামা'তের বিরুদ্ধে

দণ্ডায়মান হয়েছে সে-ই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। বিরুদ্ধবাদীরা যেভাবে অপদস্থ করতে চেয়েছে ঠিক সেভাবেই তারা অপদস্থ হয়েছে।

মুক্তি যুদ্ধে স্বাধীনতার পক্ষের একজন অধ্যাপক, কবি এবং বুদ্ধিজীবী যিনি পরবর্তীকালে বহু উচ্চ পদে আসীন হয়েছিলেন, রাষ্ট্রপতির প্রিয় পাত্র হয়ে সম্মানের চরমস্তরে উপনীত হয়েছিলেন, তিনি দৈনিক বাংলায় 'যে যার বৃত্তে' নামে তার আত্ম ও স্মৃতি কাহিনী ধারা-বাহিকভাবে প্রকাশ করেন। এই স্মৃতি কাহিনীর এক পর্যায়ে তিনি আহ্‌মদী জামা'তের দ্বিতীয় খলীফার বিরুদ্ধে এমন সব মিথ্যা ইলযাম দেন যে, ইতোপূর্বে এহেন কথা আর কোন শত্রু বলে নি (৩রা জুন, ১৯৮৮)। আমি এর জবাব লিখে উক্ত লেখকের নিকট প্রেরণ করি। তার বক্তব্য যে সম্পূর্ণ মিথ্যা তা দলীল দ্বারা প্রমাণ করে তার কাছে প্রেরণ করি এবং আমাদের পত্রিকায় প্রকাশ করি। কিন্তু এই অধ্যাপক মহোদয় এরপর কোন সংশোধনী প্রকাশ না করে নীরবতা অবলম্বন করেন। উল্লেখ্য যে, বর্তমানে এই অধ্যাপক মহোদয় জনতার দ্বারা এমনভাবে পরিত্যক্ত হয়েছেন যে, কতিপয় সুরক্ষিত প্রতিষ্ঠান ব্যতি-রেকে তিনি কোন সভা সমিতি, কবিতার আসর, প্রকাশ্য সভায় যোগ দিতে পারেন না। ক্ষত বিক্ষত, দুর্গন্ধযুক্ত কুষ্ঠ ব্যধিগ্রস্ত লোকের ন্যায় তিনি এখন সমাজ কর্তৃক পরিত্যক্ত।

৩০শে অক্টোবর, ১৯৮৯ দৈনিক সংগ্রামের উপ সম্পাদকীয় 'রকম ফের' এ ফকির গাজি আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'তের বিরুদ্ধে কতিপয় অলিক পুস্তকের উদ্ধৃতি দিয়ে বিভ্রান্তিকর বক্তব্য প্রকাশ করেন। আমি ১৩/১২/৮৯ তারিখে রেজিষ্ট্রি ডাকে এর জবাব প্রদান করি। এর উত্তর না দিয়ে এবং প্রতিবাদটি না ছেপে ফকির গাজী ২৮/১/৯০ তারিখে আরো একটি উপ সম্পাদকীয় প্রকাশ করেন। যার জবাব আমি ৩০/১/৯০ তারিখে রেজিষ্ট্রি ডাকে প্রেরণ করি।

দৈনিক ইনকিলাবের ১৩ই নভেম্বর, ১৯৮৯ সংখ্যায় 'কাজির দরবার' এ আহ্‌মদী জামা'তের বিরুদ্ধে জঘন্য মিথ্যা অপবাদ আরোপ করা হয়। যার প্রতিবাদ ১৮/১১/৮৯ তারিখে আমি রেজিষ্ট্রি ডাকে প্রেরণ করি। এর সঠিক উত্তর না দিয়ে আরো মিথ্যার বেসাতি করে কাজির দরবারে ২৫/১২/৮৯ তারিখে আরো একটি লেখা প্রকাশ করা হয়। আমি এর উত্তর প্রদান করি ২৬/১২/৮৯ তারিখে। দৈনিক সংগ্রাম এবং দৈনিক ইনকিলাবের লেখককে আমি 'লানাতুল্লাহে আলাল কাযেবীন' আয়াত উদ্ধৃত করে এহেন মিথ্যার পরিণতি সম্বন্ধে ভয় দেখাই। ঘটনার বর্ণনা দিয়ে হুযুর আকদাসের (আইঃ) নিকটও পত্র দেই। হুযুর লিখেন, I have received your letter dated 31st January, 1990 and am pleased to learn that you are engaged in Jehad with your pen against the enemies of

Ahamadiyyat. I wish that more Ahmadies should participate in such jehad and frustrate the enemy designs in the field of such nefarious Propaganda. এর পর দৈনিক সংগ্রাম এবং দৈনিক ইনকিলাবে উক্ত দুটি উপ সম্পাদকীয় বন্ধ হয়ে যায়। এর কারণ আমি বুঝতে পারি নি। দীর্ঘ দিন পরে জানতে পারলাম, এই দুটি পত্রিকার দুটি উপ সম্পাদকীয় একই ব্যক্তির লেখা এবং তার নাম ওসমান গনী। এই কলাম দুটি বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণ ঐ ব্যক্তি কাল-ব্যাধি ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে শোচনীয়ভাবে মৃত্যু বরণ করেন। ইনকিলাব লিখেছে, তার আশা ছিল তিনি শীঘ্রই পুনরায় সুস্থ হয়ে উঠে লেখার রাজ্যে ফিরে আসবেন (২৪/১/৯১)। কিন্তু না, তাকে আর সে মোহলত দেয়া হল না। সত্যের বিরুদ্ধে তার কলম চিরতরে থেমে গেল। ইনি যে খুব ধার্মিক লোক ছিলেন তা কিন্তু নয়। ইত্তেফাক লিখেছে, তিনি একজন সিনেমা অভিনেতা ছিলেন (১৩ মাঘ, ১৩৯৭)।

আমরা কারো মৃত্যু কামনা করি না, ধ্বংস কামনা করি না। তবে সত্যের বিরুদ্ধাচরণ করে যখন কেউ আল্লাহ্‌র গযবে পতিত হয় তখন একদিকে যেমন ব্যথিত হই অপরদিকে আল্লাহ্‌র কুদরত দেখে বিস্মিত হই।

বিগত সরকারের ধর্ম মন্ত্রী ইরাকে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে আহ্‌মদীদেরকে অমুসলমান ঘোষণা করবেন বলে অঙ্গীকার নামায় ১৩ই অক্টোবর, ১৯৮৯ দস্তখত করে আসেন (খবর ২৯/১১/৯১)। কিন্তু দেশে এসেই তিনি পদ হারান। তবে পদে না থেকেও তিনি তার অঞ্চলের একজন আহ্‌মদীকে বলেন যে, ১৯৯০ সালের ডিসেম্বরের মধ্যেই আহ্‌মদীদেরকে সংসদে অমুসলমান ঘোষণা করা হবে। কিন্তু আল্লাহ্‌ তা'লা তাদেরকে আর সে সুযোগ দিলেন না। ১৯৯০ এর ডিসেম্বরেই তারা ক্ষমতাচ্যুত হয়ে জনগণের রুদ্ররোষে পতিত হল। আজ এই ধর্মমন্ত্রী প্রকাশ্যে কোথায়ও বিচরণ করতে পারেন না। জনগণ তার নাম ঘৃণার সঙ্গে উচ্চারণ করে।

১৯৯১ সালের এগারই নভেম্বর সংখ্যা সংগ্রামে জনগণকে উত্তেজিত করার জন্যে লিখা হয় যে, বাংলাদেশে আহ্‌মদী জামা'তের আমীরকে ন্যাশনাল আমীর বলার অধিকার কে দিল? আমি এর উত্তরে লিখি যে, আমীর নিয়োগ করার অধিকার একমাত্র খলীফার। আর বাংলাদেশের ন্যাশনাল আমীরের মনোনয়ন দিয়েছেন বিশ্ব আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'তের খলীফা। এর কিছু কাল পরেই তাদের ন্যাশনেল আমীরের ন্যাশনালিটি নিয়ে প্রশ্ন উঠে। সংসদে এবং বাইরে এ নিয়ে আন্দোলন হয়। ন্যাশনালিটির প্রশ্নে জামা'তে ইসলামীর ন্যাশনেল আমীরকে জেলখানায় প্রেরণ করা হয়। জনতা তার ফাঁসীর দণ্ডাদেশ প্রদান করে। এখনও তার 'ন্যাশনালিটি' ঝুলন্ত অবস্থায় আছে। একটি কুকুরের নাম রাখা হয়েছে গোলাম আযম (অজেকের কাগজ, ১৮/৬/৯২)। তিনি গত রমযান থেকে শৃখলাবদ্ধ আছেন।

কাদের কি কারুবার নমুদার হো গায়ে, কাফের জো কহ্‌তে থে গেরেফতার হোগায়ে।

আমার বয়াত গ্রহণ

আবুল কাসেম (বগুড়া)

রাত প্রায় বারটা তেতাল্লিশ মিনিট। প্রতি দিনের মত আজ পড়ে চলেছি আহ্‌মদী জামা'ত কর্তৃক প্রকাশিত 'আহ্‌মদীয়াতের পয়গাম' নামক পুস্তক খানি, যাতে লিখা আছে রসূল (সাঃ)-এর কল্যাণের প্রকৃত অর্থ হল, তাঁর মাধ্যমে খোদাতা'লার সহিত মানুষের সত্যিকার সংযোগ স্থাপিত হয়.....। পড়া সমাপ্ত করে শুতে গেলাম। কিন্তু মোটেও ঘুম আসছে না। প্রাণের প্রতিটি তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে কি যেন অনুভূতির আভাষ পেলাম। প্রেমিক যেমন প্রেমিকার জন্য গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করতে থাকে আমিও যেন তেমনি সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছার জন্য বিবেকের সাথে পাঞ্জা লড়ছি। সত্য দিশারী শামসুদ্দিন আহমদ (মাসুম) ভাইয়ের সহযোগিতায় এ জামা'তের প্রায় কয়েকটি বই পড়েছি। যত বই পড়ছি ততই মনটা বিগলিত হচ্ছে। কিন্তু আজ কেন ঘুম আসছে না, সত্যকে জানার জন্য এতটা আগ্রহ তো আগে জন্মে নি। নিজেকে নানা প্রশ্ন করতে থাকি। আহ্‌মদীরা তো অন্যান্য মুসলিমের মত ইসলামের সব আহকাম মেনে চলেন। তবু তাদেকে কেন কাফের বলা হয়। তারা তো কুরআন অনুসারে ও হাদীস মোতাবেক জীবন পরিচালিত করেন। তাদের উদ্দেশ্য তো দুনিয়া বা ঐ লোভনীয় বড় আসন লাভের প্রতি নয়। তাদের সমস্ত কর্মই দেখেছি পরকালে মহা বিধাতার সান্নিধ্য লাভের প্রত্যাশায় ভরা। খোদার সন্তুষ্টি লাভের তরে তারা আজ পৃথিবীতে কত অপমান, গ্লানি, লাঞ্ছনার ইট-পাটকেল ভোগ করছে। এতে তাদের ফায়দা কি? তারা যদি সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত না হবেন তবে তাদের সংখ্যা কমছে না কেন? এমন কি হাজারো চিন্তা ভাবনা করতে করতে হঠাৎ ঘুমিয়ে পড়েছি। ঘুমের ঘোরে এক মহা ইশারা পেলাম। আর যে ত্বরা সয় না। ভোরে উঠেই সামান্য পাথেয় নিয়ে ছুটে চল্লাম ঢাকার বকশি বাজারে সেই আহমদী বন্ধুটির কাছে। কিন্তু ফিরে এলাম রিক্ত হস্তে। তার দেখা পেলাম না। দেশে এসে প্রতিবেশী বন্ধুদের কাছে যেই এ বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে গেছি অমনি তাদের তিক্ত ও বিষাক্ত কথায় আমি যেন জর্জরিত হলাম। কেননা আশেকের কাছে যদি মাশুকের নামে অপবাদ দেয়া হয় তা কি সহ্য করা যায়। তাই আমি অস্থির হতে চলেছি। অমনি মনে পড়ল, "আল্লাহ্‌ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন।" অগত্যা বাড়ী ফিরে এসে চিঠি লিখলাম মাসুম ভাইয়ের কাছে। উত্তর পেলাম। কিন্তু আরবী, বাংলা ও ইংরেজী অনুবাদকৃত কুরআন পেলাম না। কেননা বন্ধুদের উক্তি ছিল, "কাদিয়ানীরা কুরআনের অপ-ব্যাখ্যা দিচ্ছে।" তাদের এ কথার জবাব দিতে আমি আবারও ছুটে যাই ঢাকায়। সে দিন ছিল

(অবশিষ্টাংশ ২৫ পাতায় দেখুন)

পাক্ষিক আহমদীর ৫৪ বছর

এ, টি, চৌধুরী
নির্বাহী সম্পাদক

১৯২৫ সালের মে মাসে মাসিক আহমদী আত্ম প্রকাশ করে। এর সম্পাদক ছিলেন এডভোকেট গোলাম সামদানী খাদেম। পরে এডভোকেট দৌলত আহমদ খান খাদেম এর সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ২৯/এ, ইসমাইল ষ্ট্রিট এবং পরে ৬৯, রাজা দিনেন্দ্র ষ্ট্রিট কলিকাতা থেকে মাসিক আহমদী প্রকাশিত হয়। পরবর্তীকালে পত্রিকাটি ওয়ারী প্রিন্টিং প্রেসে মুদ্রিত হয়ে বকশী বাজার ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়। তখন এর সম্পাদক ছিলেন আব্দুর রহমান খান। তিনি পরবর্তী সময়ে আমেরিকায় ইসলাম প্রচার কাজে রত থাকা অবস্থায় ইহলোক ত্যাগ করেন। ১৯৩৮ সালের জানুয়ারী পর্যন্ত পত্রিকাটি মাসিক হিসাবে প্রকাশিত হয়। ঐ বৎসর ফেব্রুয়ারী মাস থেকে এটিকে পাক্ষিকে রূপান্তরিত করা হয়।

পূর্ব পাকিস্তান আমলে ১৯৫৭ সালের আগষ্ট পর্যন্ত মৌলানা মোমতাজ আহমদের সম্পাদনায় পত্রিকাটি বকশী বাজারের আহমদী প্রেসে মুদ্রিত হয়ে প্রকাশিত হয়। পরে আহমদী প্রেস বিক্রি হয়ে গেলে আহসান উল্লাহ সিকদারের সম্পাদনায় সত্য সাধনা ছাপাখানা, নারায়ণগঞ্জ থেকে ১৯৫৮ সাল থেকে মার্চ ১৯৬২ পর্যন্ত মুদ্রিত হয়ে ৪ নম্বর বকশী বাজার রোড, ঢাকা থেকে প্রকাশিত হতে থাকে। এরপর এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ারের সম্পাদনায় প্রথমে কিতাব মঞ্জিল পরে শাহজাহান প্রিন্টিং ওয়ার্কস এবং আরো পরে নিজস্ব আহমদীয়া আর্ট প্রেস থেকে ছেপে নিয়মিত প্রকাশিত হতে থাকে। আলী আনওয়ার সাহেবের মৃত্যুর পর মকবুল আহমদ খান সম্পাদক মানানীত হন।

আমরা পাক্ষিক আহমদীর সকল গ্রাহক, পাঠক এবং কর্মীবৃন্দকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছি তৎসঙ্গে আমাদের নব যাত্রায় সকলকে এর উন্নয়নে সহায়তা করার জন্য উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি।

গ্রাহক হোন! বিজ্ঞাপন দিন! গ্রাহক সংগ্রহ করে দিন! নিয়মিত পাঠ করুন! জানুন এবং অপরকে জানান। আহমদী আপনার আমার মুখপত্র। আহমদীর মাধ্যমে সত্য প্রচারে সাহায্য করা প্রতিটি আহমদীর নৈতিক দায়িত্ব।

হাদীসুল মাহ্‌দী

('কাদিয়ানী রদ' পুস্তকের জবাবে)

আল্লামা জিল্লুর রহমান (রহঃ)

(২৪শ সংখ্যায় প্রকাশিত অংশের পর)

উম্মতে মোহাম্মদীয়ার মিথ্যা দাবীকারক

আহমদীয়া সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ সাহেব (আঃ)-এর দাবী সম্বন্ধে মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব তাহার পুস্তক 'কাদিয়ানী রদে'র প্রথমেই বলিয়াছেন,—

"ইনি যে প্রকারের মাহদী হইবার দাবী করিয়াছেন সেই রূপ তাঁহার পূর্বে প্রায় ২০ জন উক্ত দাবী করিয়াছিলেন।"

হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর বিরুদ্ধাচরণ করিতে যাইয়া মৌলানা-মৌলবী সাহেবানের প্রায় সকলেই এরূপ অসংলগ্ন যুক্তির অবতারণা করিয়া থাকেন।

কতকগুলি লোকের দাবী মিথ্যা বলিয়া প্রমাণ হইলেই আমাদের আলোচ্য দাবীকারকের দাবী মিথ্যা হইবে, এরূপ যুক্তির পিছনে যে কোন স্থির মস্তিষ্ক কাজ করিতেছে, তাহা অনুমান করা কঠিন। কুরআন শরীফ স্পষ্টই সাক্ষ্য দেয় যে, অনেক মৌলানা-মৌলবী ভণ্ড তপস্বী সাজিয়া অন্যায়ভাবে জনসাধারণের মাল খায়। যথা—

ان كثيرا من الاحبار والرهبان ليا كلون اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله (سورة توبة ع ٥)

"নিশ্চয়ই বহুসংখ্যক আলেম ও দরবেশ অন্যায়ভাবে জনসাধারণের মাল খায় ও লোকদিগকে আল্লাহ্‌র রাস্তা হইতে ফিরাইয়া রাখে।" (সূরা তওবা, ৫ম রুকূ)

এই জন্য প্রত্যেক মৌলানা, মৌলবী সাহেবকেই ভণ্ড তপস্বী বলা কি উচিৎ হইবে? মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব এরূপ ফতওয়া দিবেন বলিয়া আশা করা যায় না।

আঁ-হযরত (সাঃ)-এর যামানায় মুসায়লামা কায্‌যাব গং কতিপয় ব্যক্তি মিথ্যা নবুওয়তের দাবী করিয়াছিল বলিয়া কি মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব আঁ-হযরতের (সাঃ) দাবীকেও মিথ্যা বলিবেন? (নাউযুবিল্লাহ্‌)।

যদি 'না' বলেন, এবং নিশ্চয়ই বলিবেন না, তবে মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর বিরুদ্ধে এরূপ হাস্যকর কথার অবতারণা করিয়া নিজের বুদ্ধির এরূপ শোচনীয় অবস্থার পরিচয় জনসাধারণের সম্মুখে পেশ করিয়া কেন অযথা হাস্যাস্পদ হইতেছেন তাহা আমরা বুঝিতে অক্ষম।

দ্বিতীয়তঃ, যে সমস্ত লোকের দাবীর কথা মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব উল্লেখ করিয়াছেন, তাঁহাদের দাবী যে প্রকৃতপক্ষে কি ছিল, তাহা দাবীকারকদের নিজেদের লিখা হইতে পেশ করা হয় নাই। যে সমস্ত কিতাব হইতে তাহাদের দাবী পেশ করা হইয়াছে ঐ সমস্ত কিতাবের গ্রন্থকার বা রাবী দাবীকারকদের বিরোধী-দলের লোক। অনেক সময় দেখা যায় যে, রাজনৈতিক ঝগড়ায় দুই বিরোধী দলের কোন এক পক্ষ অপর পক্ষের নেতার বিরুদ্ধে জনমতকে উত্তেজিত করিবার জন্য এমন সব কথা রটনা করিয়া থাকে, যাহাতে অপর পক্ষের কোনই সংস্রব থাকে না। এ সম্বন্ধে আমরা স্বয়ং ভুক্তভোগী। কাদিয়ানের হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) নিজ দাবী সম্বন্ধে বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া জগদ্ব্যাপী প্রচার করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার দাবী সম্বন্ধে সঠিকভাবে অবগত হওয়া আদৌ কষ্টকর নহে। তথাপি বিরুদ্ধবাদী মৌলানা-মৌলবীগণ এমন সমস্ত মিথ্যা কথা রটনা করিয়া থাকেন যাহা শুনিলে কানে হাত দিতে হয়; যেমন, খোদায়ী দাবী, আঁ-হযরত (সাঃ) হইতে শ্রেষ্ঠ হইবার দাবী ইত্যাদি। (নাউযুবিল্লাহ)। পাঠক ক্রমে দেখিতে পাইবেন, 'কাদিয়ানী রদে'র গ্রন্থকার মৌলানা রুহুল আমীন সাহেবও কাদিয়ানে আবির্ভূত হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) এর বিরুদ্ধে জনমতকে উত্তেজিত করিবার এই সহজ পন্থা অবলম্বন করিতে এতটুকুও কসুর করেন নাই।

অতএব কাহারো দাবী সম্বন্ধে আলোচনা করিতে বা কিছু লিখিতে ও বলিতে হইলে দাবীকারকের নিজ লিখা হইতে তাহা পেশ করা ন্যায়ের মর্যাদা রক্ষা করিবার জন্য নিতান্তই কর্তব্য।

তৃতীয়তঃ, এই সমস্ত ঐতিহাসিক লোকদের প্রশংসা করিয়া মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব লিখিয়াছেন যে, "তাঁহারা বড় আলেম, ফকীহ, আরবী সাহিত্যিক, হাদীসের হাফেয, উসুলে ফেকাহ ও আকায়েদ তত্ত্ববিদ, পরহেযগার ও দরবেশ ছিলেন, সকল সময় আদেশ ও নিষেধ কার্যে রত থাকিতেন"।

মৌলানা রুহুল আমীন সাহেবের এই প্রশংসা যদি সত্য হইয়া থাকে, এবং মৌলানা রুহুল আমীন সাহেবকে যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন যে, ইঁহারাও নিজ নিজ যামানার অন্যতম মাহদী ছিলেন, তাহা হইলে মৌলানা রুহুল আমীন সাহেবের কি বলিবার আছে, আমরা জানি না; পক্ষান্তরে রসূলে করীম (সাঃ)-এর হাদীসের আলেম মাত্রই অবগত আছেন যে, হযরত নিজ উম্মতে বহু মাহদীর কথা বলিয়া গিয়াছেন। এইরূপ বিদ্বানগণের মতে কোন সত্য মাহদীরও মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত হওয়া আশ্চর্যের বিষয় নহে।

দুনিয়ার আরম্ভ হইতে আজ পর্যন্ত কোন আল্লাহ্‌র প্রিয় মহাপুরুষ এমন জন্ম গ্রহণ করেন নাই যাঁহার বিরুদ্ধে তখনকার অধিকাংশ পীর-পুরোহিত, মুন্সী-মৌলবী, মোল্লা-মৌলানা-গণ ক্ষিপ্ত হইয়া না উঠিয়াছে।

কাজেই মধ্য যুগের যে সমস্ত লোকের মাহদী হইবার দাবীর কথা মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব প্রমুখ মৌলানাগণ পেশ করিয়া থাকেন তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ উম্মতে মোহাম্মদীয়ার অন্যতম মাহদী ছিলেন না, একথা জোর করিয়া বলার কোন হেতু নাই।

ঐ সমস্ত লোকদের প্রকৃত অবস্থা তখনকার রাজনৈতিক কুটিলতার আবরণে এরূপভাবে আচ্ছন্ন হইয়া জটিল হইয়া পড়িয়াছে যে, তাঁহাদের সম্বন্ধে ঠিক নিশ্চিতভাবে এখন কিছু বলা কঠিন।

এ সম্বন্ধে বিস্তৃত অনুসন্ধানকারী পাঠকদিগকে আমরা ইবনে আসিরের "তারিখে-কামেল" এবং আল্লামা ইবনে খুলদুনের "তারিখে ইবনে খুলদুন" পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

উল্লেখিত ঐতিহাসিক সত্যই হউন, আর মিথ্যাই হউন, তাহা পেশ করিয়া আমাদের আলোচ্য দাবীকারকের দাবী খণ্ডনের চেষ্টা করা অবিকৃত মস্তিষ্কের কাজ বলিয়া মনে করা কঠিন।

উল্লেখিত ঐতিহাসিক লোকদের দাবী মিথ্যা বলিয়া সাব্যস্ত হইলে কি মৌলানা সাহেব মনে করেন যে, আর কোন সত্য মাহদী আসিবেন না?

একদিকে যেমন হাদীসে ৩০ জন মিথ্যা দাবীকারকের ভবিষ্যদ্বাণী আছে, আর একদিকে হাদীসে সত্য মাহদী মসীহ নবীউল্লাহ্‌র আগমনের ভবিষ্যদ্বাণীও তো আছে।

لاتقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريبا من ثلاثين كلهم يزعم انه رسول الله (بخارى)... ياتى نبى الله عيسى (مسلم بخارى)

"কেয়ামত কায়েম হইবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না, প্রায় ৩০ জন মিথ্যা প্রবঞ্চনাকারী প্রকাশ হয়, যাহাদের প্রত্যেকেই নবী বলিয়া দাবী করিবে"; (বুখারী)......"আল্লাহ্‌র নবী ঈসা আগমন করিবেন"—(মুসলিম ও বুখারী)।

"হুজাজুল-কেরামা ফি আসারিল কেয়ামা" নামক বিখ্যাত কিতাবের গ্রন্থকার এই রকম ২৭ জন মিথ্যাদাবীকারকের নাম উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন—

"بالجملة انچه انحضرت صلى الله عليه وسلم اخبار بوجود دجالين كذابين درامت فرموده بود واقع شد وعدد بست وهفت تمام شد" (حجج الكرامة)

"মোটের উপর আঁ-হযরত (সাঃ) যে, এই উম্মতের মধ্যে মিথ্যা প্রবঞ্চনাকারী দাবীকারকদের কথা বলিয়াছিলেন, এইরূপ দাবীকারকদের সংখ্যা ২৭ জন পর্যন্ত পৌঁছিয়া পূর্ণ হইয়াছে।"

এই ভবিষ্যদ্বাণী এবং আরও বহু আলামত পূর্ণ হইয়াছে দেখিয়া তিনি ইহাও প্রকাশ করিয়াছেন যে, হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর যামানা খুবই নিকটে। তিনি লিখিয়াছেন—

"اهل علم گفته اند كه خروج او بعد از دوازده صد سال هجرت شود ورفته از سيزده صد سال تجاوز نه كند"

"বিদ্বানগণ বলিয়াছেন, মাহদী (আঃ) হিজরী দ্বাদশ শতাব্দীর পরে প্রকাশ হইবেন, নতুবা ত্রয়োদশ শতাব্দী হিজরী অতিক্রম করিবে না।" (হুজ্জাজুল-কেরামা)

তিনি আরও বলিয়াছেন—

- "بخاطر می رسد کہ شاید برسر صد چہار دہم ظہور وی اتفاق افتد" -

"আমার মনে হয়, সম্ভবতঃ চতুর্দশ শতাব্দীর শীর্ষভাগে মাহদী (আঃ) প্রকাশিত হইবেন।" (হুজ্জাজুল-কেরামা-৩৯৫ পৃঃ)

আঁ-হযরত (সাঃ)-এর হাদীসে উল্লেখিত যে আলামত দেখিয়া বুযুর্গানে দীন স্থির করিয়াছেন যে, মাহদী (আঃ)-এর আবির্ভাবের সময় খুবই নিকটে, এমন কি তাঁহারা ১৩শ শতাব্দীর শীর্ষ ভাগ নির্দ্ধারণ করিয়াছেন—সেই আলামতকেই 'কাদিয়ানী রদে'র গ্রন্থকার ইমাম মাহদী (আঃ)-এর বিরুদ্ধে পেশ করিতেছেন। "উল্টা বুজলী রাম।"

যে ঘটনা—অর্থাৎ প্রায় ত্রিশজন মিথ্যা দাবীকারীর প্রকাশ হওয়া—মাহদীর যামানা যে খুবই নিকটে তাহা সুস্পষ্ট করিয়া দিয়াছে, মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব সেই ঘটনাকেই মাহদীর দাবী মিথ্যা হওয়ার প্রমাণ স্বরূপ পেশ করিয়াছেন। (ক্রমশঃ)

শোক সংবাদ

অত্যন্ত দুঃখের সহিত জানানো যাইতেছে যে, বাংলাদেশের প্রাক্তন আমীর মোহতারম মৌলবী মোবারক আলী খান সাহেবের জামাতা জনাব আব্দুল জব্বার সাহেব গত ২রা জুন নিজ গ্রাম ফাঁসীতলায় এক মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় ইন্তেকাল করেন। (ইন্নালিল্লাহে... রাজেউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৪ বৎসর। তিনি অত্যন্ত মুখলেস আহমদী ছিলেন। তিনি এক মেয়ে ও নাতী-নাতনী সহ অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে যান। পরদিন বগুড়া গোরস্থানে তাঁর দাফন কার্য সম্পন্ন হয়। আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে বেহেশ্তের উচ্চ মর্যাদা দান করুন।

গভীর দুঃখের সাথে জানাইতেছি যে, বাংলাদেশের প্রাক্তন আমীর মৌলবী মোবারক আলী খান সাহেবের বড় ভাতিজা জনাব আলহাজ্জ ক্যাপ্টেন আবুল হোসেন সাহেব পিতা মরহুম আকবর আলী, গ্রাম-দিগদাইর, বগুড়া গত ৩০শে জুন বিকাল ৫.৩০ মিনিটে বার্ধক্য জনিত কারণে ৯১ বৎসর বয়সে ইন্তেকাল করেন। (ইন্নালিল্লাহে......রাজেউন)। মৃত্যু কালে তিনি ৪ ছেলে, ৩ মেয়ে ও অসংখ্য নাতী-নাতনী ও শুভাকাংখী রেখে গেছেন। তিনি অত্যন্ত মোখলেস আহমদী ছিলেন। পরদিন বগুড়া জামা'তের গোরস্থানে তাঁর দাফন কার্য সম্পন্ন হয়। আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে বেহেশ্তের উচ্চ আসন প্রদান করুন। আবদুল্লাহ আহমদ

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত তারুয়ার একজন প্রবীণ আহমদী আমার পিতা জনাব ইসমাঈল আহমদ ৩রা জুলাই '৯২ রোজ শুক্রবার রাত ১১-২৪ মিঃ ইন্তেকাল করেন। (ইন্না লিল্লাহে... রাজেউন) মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৫ বছর। মৃত্যুকালে মরহুম চার ছেলে ও তিন মেয়ে এবং বহু নাতী-নাতনী রেখে গেছেন। তাঁর রূহের মাগফেরাতের জন্য সকলের নিকট দোয়ার আবেদন করা যাচ্ছে। মোসাদ্দেক আহমদ

যুক্তরাজ্যের সালানা জলসা '৯২

আগামী ৩১শে জুলাই ও ১-২রা আগষ্ট '৯২ আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, যুক্তরাজ্যের সালানা জলসা-৯২ লণ্ডনের টিলফোর্ডে (ইসলামাবাদে) অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। এ ঐশী সম্মেলনে বাংলাদেশ থেকেও প্রায় বেশ কয়েকজন নিবেদিত প্রাণ প্রতিনিধি যোগদান করবেন ইনশাআল্লাহ! জলসার সার্বিক কামিয়াবী এবং সফরকারীদের হেফাযতের জন্যে সকলের নিকট দোয়ার আবেদন করা যাচ্ছে।

আহমদী বার্তা

সীরাতুন্নবী (সাঃ)-এর জলসা অনুষ্ঠিত

গত ২৯/৬/৯২ইং তারিখ রোজ সোমবার আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'ত নিউ সোনাতলা মজলিস খোদ্দামুল আহ্‌মদীয়ার উদ্যোগে সীরাতুন্নবী (সাঃ)-এর জলসা অনুষ্ঠিত হয়। মহানবী (সাঃ)-এর জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে বিষদ আলোচনা করেন সর্বজনাব জয়নাল আবেদীন মহসীন আলী, আবু সাঈদ (মিলন), মৌঃ এস, এম, আব্দুল হক ও আক্কেল আলী (প্রেসিডেন্ট)। সভাপতির ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে সভার সমাপ্তি হয়।

মোহাম্মদ আবু সাঈদ
মোতামাদ

৮ম বার্ষিক ইজতেমা সুসম্পন্ন

আল্লাহ্‌ তা'লার অসীম রহমত ও ফযলে মজলিসে খোদ্দামুল আহ্‌মদীয়া, খুলনা রিজিওনের ৮ম বার্ষিক ইজতেমা খুলনার "দারুল ফযল" মসজিদে গত ২রা ও ৩রা জুলাই '৯২ সাফল্যের সাথে অনুষ্ঠিত হয়। ইজতেমায় ঘড়িলাল, সুন্দরবন ও স্থানীয় খুলনা মজলিস হতে মোট ২৬জন খোদ্দাম ও ৬জন আতফাল অংশ গ্রহণ করেন। ইজতেমায় প্রতিযোগিতার বিষয়াবলী ছিল কুরআন তেলাওয়াত, নযম পাঠ, বক্তৃতা, দীনি মালুমাত পরীক্ষা ও খেলাধূলা। ইজতেমার উদ্বোধনী ও সমাপনী অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন জনাব আশরাফ উদ্দীন আহমদ, প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট আঃ মুঃ জাঃ খুলনা।

সেক্রেটারী
ইজতেমা কমিটি

প্রথম বার্ষিক তালীম তরবীয়তি ক্লাস সম্পন্ন

আল্লাহ্‌ তা'লার অসীম রহমত ও ফযলে গত ১৯/৬/৯২ইং তারিখ হইতে ২৫/৬/৯২ইং পর্যন্ত মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়া, খুলনার ১ম বার্ষিক তালীম তরবিয়তী ক্লাস ও ২৬/৬/৯২ইং শুক্রবার ১২তম স্থানীয় বার্ষিক ইজতেমা সাফল্যের সাথে অনুষ্ঠিত হয়। আলহামদুলিল্লাহ। উভয় অনুষ্ঠানে গড়ে ২০জন খোদ্দাম ও ৭ জন আতফাল অংশগ্রহণ করেন।

(অবশিষ্টাংশ ৩৯ পাতায় দেখুন)

সম্পাদকীয়ঃ

মানব-প্রেম

'জীবে দয়া করে যেই জন, সেইজন সেবিছে ঈশ্বর' কথাটি ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গিতে পুরোপুরি সঠিক না হলেও একথা অবিশ্যি ঠিক যে, 'হুকুকুল ইবাদ' তথা আল্লাহ্‌তা'লার বান্দাগণের অধিকার ও প্রাপ্য আদায় না করলে ইবাদতে ইলাহী সঠিকভাবে সম্পন্ন হয় না। দুনিয়াতে যত নবী-রসূল আবির্ভূত হয়েছেন তারা কেউই নিজেরা আল্লাহ্‌তা'লাকে লাভ করার জন্যে দুঃখ-কষ্ট ও যুলুম-নির্যাতন ভোগ করেন নি। তাঁদের চার পার্শ্বের মানুষগুলোকে আল্লাহ্‌ পাইয়ে দেয়ার জন্যে তাঁরা আজীবন সাধ্য-সাধনা করে গেছেন এবং চরম দুঃখ-কষ্ট ভোগ করেছেন।

যুগ-ইমাম হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ) পাঞ্জাবের এক নিভৃত পল্লী কাদিয়ানে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তিনি ছিলেন মুসিতর অর্থাৎ সারা দিন যিনি নামাযের বিছানায় পড়ে থাকেন। তিনি আল্লাহ্‌কে লাভ করেছিলেন। যদি তিনি নীরবে সারা জীবন আল্লাহ্‌র ইবাদতে মগ্ন থাকতেন তাহলে তাঁকে কোন যুলুম-নির্যাতন ও বিরোধিতার সম্মুখী হতে হত না। কিন্তু তিনি ঐশী আদেশ আর মানব-প্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে মানুষকে খোদার দিকে আহ্বান করে উত্তাল তরঙ্গসম বিপদরাশিকে বরণ করে নিলেন। তিনি মানুষকে কত ভালবাসতেন তা তাঁর নিম্নোক্ত বক্তব্য থেকে পরিস্ফুট হবেঃ

"আমি মানবজাতিকে সেইভাবে ভালবাসি যেভাবে স্নেহময়ী এক মা তার সন্তানদেরকে ভালবাসেন বরং এর চাইতেও বেশী।"

সমগ্র পৃথিবীর প্রায় ৫০০ কোটি লোকের কথা বাদই দিলাম। বাংলাদেশের ১২ কোটি লোকের সেবা করা ও অবক্ষয়ের পাথারে ডুবন্ত লোকদের উদ্ধার করা আমাদের (বাংলাদেশী আহ্‌মদী) দায়িত্ব। আর মানুষের সব চাইতে বড় সেবা হল তাকে আল্লাহ্‌মুখী করা আর এ সেবা বড়ই কঠিন। আমরা যতই নগণ্য ও তুচ্ছ হই না কেন আমরা যদি যুগ-ইমাম হযরত মসীহে মাওউদ (আঃ)-এর উপরোক্ত বক্তব্যের আলোকে নিজেরা জাতির জন্যে মাতৃ সম স্নেহ-মমতার প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে কাজে নেমে যাই তাহলে আমরা আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সঠিকভাবে পালন করতে পারব বলে দৃঢ় আকাঙ্খা পোষণ করতে পারি। দুনিয়াতে মহৎ প্রচেষ্টা কখনও ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়নি। এখনও ইনশাআল্লাহ্‌ হবে না।

(৩৮ পাতার পর)

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি জনাব জাফর আহমদ ও জনাব মোঃ সাইফুল ইসলাম উপস্থিত ছিলেন। তালীম তরবিয়তী ক্লাসে কেন্দ্রীয় পাঠ্যসূচী অনুযায়ী কুরআন শিক্ষা, হাদীস শিক্ষা, সিলসিলার কিতাব, উর্দু শিক্ষা, তবলীগি ও তালীম তরবিয়তী মাসলা মাসায়েলের উপর শিক্ষকগণ শিক্ষা প্রদান করেন।

সেক্রেটারী
তালীম তরবিয়তী ক্লাস
ও ইজতেমা কমিটি

আহ্‌মদী

15th July, 1992

রেজিঃ নং-ডি, এ-১২

আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'তের ধর্ম-বিশ্বাস

আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ ইমাম মাহ্‌দী মসীহ্ মাওউদ (আঃ) তাঁর "আইয়ামুস সুলেহ্" পুস্তকে বলিতেছেনঃ

"আমরা এই কথার উপর ঈমান রাখি যে, খোদাতা'লা ব্যতীত কোন মা'বূদ নাই এবং সৈয়্যদনা হযরত মুহাম্মাদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম তাঁহার রসূল এবং খাতামুল আম্বিয়া। আমরা ঈমান রাখি যে, ফিরিশ্‌তা, হাশর, জান্নাত এবং জাহান্নাম সত্য এবং আমরা ঈমান রাখি যে, কুরআন শরীফে আল্লাহ্‌তা'লা যাহা বলিয়াছেন এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম হইতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে উল্লিখিত বর্ণনানুসারে তাহা যাবতীয় সত্য। আমরা ঈমান রাখি, যে ব্যক্তি এই ইসলামী শরী'অত হইতে বিন্দু মাত্র কম করে, অথবা যে বিষয়গুলি অবশ্য-করণীয় বলিয়া নির্ধারিত তাহা পরিত্যাগ করে এবং অবৈধ বস্তুকে বৈধ করণের ভিত্তি স্থাপন করে, সে ব্যক্তি বে-ঈমান এবং ইসলাম বিদ্রোহী। আমি আমার জামা'তকে উপদেশ দিতেছি যে, তাহারা যেন বিশুদ্ধ অন্তরে পবিত্র কলেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ'-এর উপর ঈমান রাখে এবং এই ঈমান লইয়া মরে। কুরআন শরীফ হইতে যাহাদের সত্যতা প্রমাণিত, এমন সকল নবী (আলায়হিমুস সালাম) এবং কিতাবের উপর ঈমান আনিবে। নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত এবং এতদ্ব্যতীত খোদাতা'লা এবং তাঁহার রসূল কর্তৃক নির্ধারিত যাবতীয় কর্তব্যসমূহকে প্রকৃতপক্ষে অবশ্য-করণীয় মনে করিয়া এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয়সমূহকে নিষিদ্ধ মনে করিয়া সঠিকভাবে ইসলাম ধর্ম পালন করিবে। মোটকথা, যে সমস্ত বিষয়ের উপর আকিদা ও আমল হিসাবে পূর্ববর্তী বুযুর্গানের 'ইজমা' অর্থাৎ সর্ববাদি-সম্মত মত ছিল এবং যে সমস্ত বিষয়কে আহ্‌লে সুন্নত জামা'তের সর্ববাদি-সম্মত মতে ইসলাম নাম দেওয়া হইয়াছে, উহা সর্বতোভাবে মান্য করা অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি উপরোক্ত ধর্মমতের বিরুদ্ধে কোন দোষ আমাদের প্রতি আরোপ করে, সে তাকওয়া এবং সততা বিসর্জন দিয়া আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করে। কিয়ামতের দিন তাহার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ থাকিবে যে, কবে সে আমাদের বুক চিরিয়া দেখিয়াছিল যে, আমাদের মতে এই অঙ্গীকার সত্বেও অন্তরে আমরা এই সবের বিরোধী ছিলাম?

আলা ইন্না লা'নাতাল্লাহে আলাল কাযেবীনা ওয়াল মুফতারিয়ীনা—"
অর্থাৎ সাবধান নিশ্চয়ই মিথ্যাবাদী ও মিথ্যারোপকারীদিগের উপর আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত।

(আইয়ামুস সুলাহ্ পৃঃ ৮৬-৮৭)

আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশ-এর পক্ষে
আহ্‌মদীয়া আর্ট প্রেস, ৪নং বকশী বাজার রোড,
ঢাকা-১২১১ থেকে মোহাম্মদ এফ, কে, মোল্লা
কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
দূরালাপনীঃ ৫০১৩৭৯, ৫০২২৯৫

সম্পাদকঃ মকবুল আহমদ খান

Published & Printed by Mohammad F.K. Molla
at Ahmadiyya Art Press for the proprietors,
Ahmadiyya Muslim Jamat, Bangladesh
4, Bakshibazar Road, Dhaka-1211
Phone : 501379, 502295

Editor : Moqbul Ahmad Khan